মুক্তিযুদ্ধের কবিতা

গোলাম কিবরিয়া পিনু

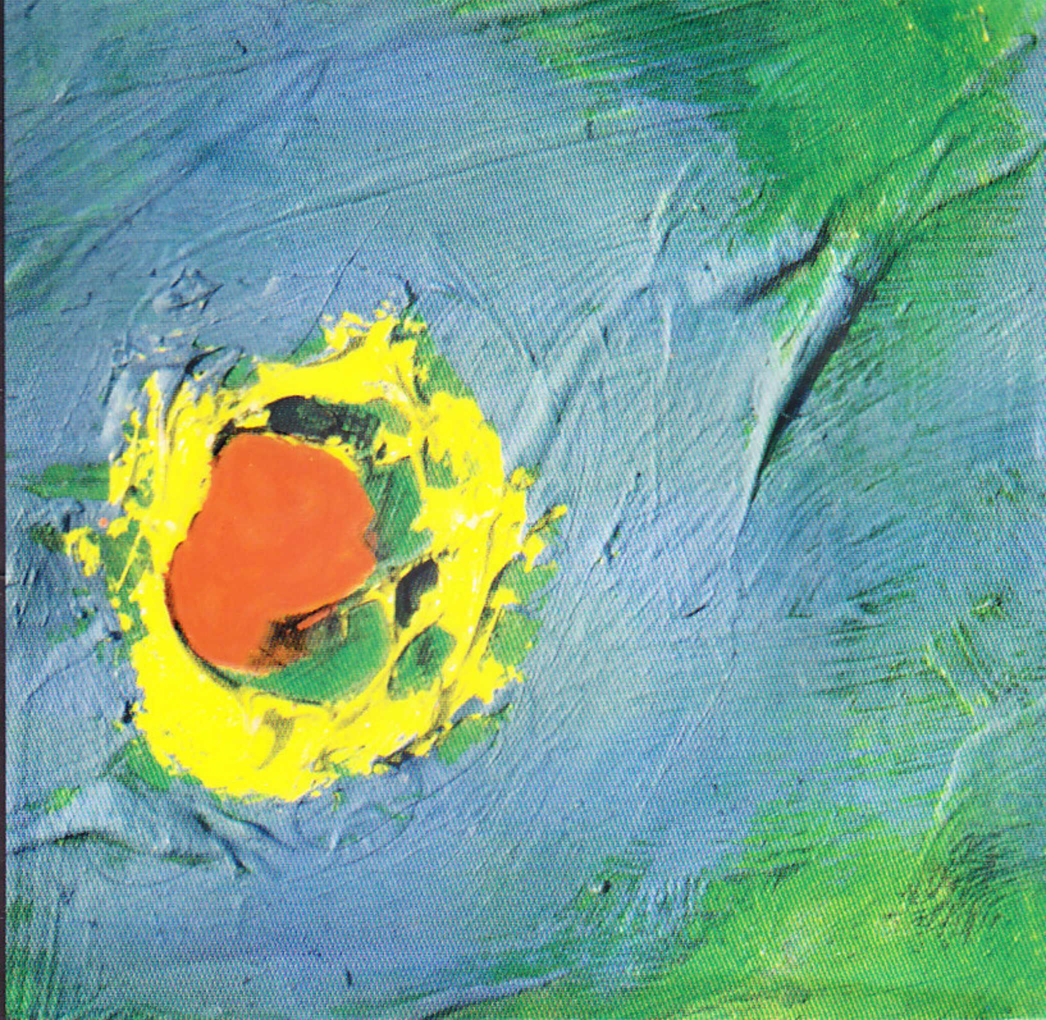

গোলাম কিবরিয়া পিনু'র এই কাব্যগ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতা নিয়ে।

মুক্তিযুদ্ধের অতলস্পর্শী নিকটতা নিয়ে যেসব কবিতা লিখেছেন দীর্ঘদিন ধরে কবি, তারই ধারাবাহিক বিন্যাস রয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে।

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছেন কবি নিজেও। গ্রন্থের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ টান টান হয়ে উজ্জ্বল। মুক্তিযুদ্ধের খণ্ড খণ্ড স্রোতশক্তি কতটুকু মূলধারায় বেগবান, সেই উচ্চারণও উচ্চকিত।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাণশক্তিতে বেঁচে থাকার স্পন্দন এই কাব্যগ্রন্থে অনুভব করা যায়—যা থেকে পাঠক অনুরণিত হবেন, মনে হবে শিরায় শিরায় মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃতিগত অপ্রতিরোধ্য সম্মুখবর্তী গেরিলার রক্তধারা প্রবহমান।

গোলাম কিবরিয়া পিনু, মূলত কবি। দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ, ধারাবাহিক ও সৃজনশীল ভূমিকায় বাংলা কবিতার মূলধারায় তিনি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেদীপ্যমান। প্রবন্ধ, ছড়া ও অন্যান্য লেখাও লিখে থাকেন। গবেষণামূলক কাজেও যুক্ত। ইতোমধ্যে তাঁর ১৭টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

গোলাম কিবরিয়া পিনু-এর জন্ম ১৬ চৈত্র ১৩৬২ : ৩০ মার্চ ১৯৫৬ গাইবান্ধায়। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক সম্মান (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য) এবং স্নাতকোত্তর; পিএইচ.ডি.।

শিশু-কিশোর সংগঠন খেলাঘর-সহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে বাংলা একাডেমীর জীবনসদস্যসহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে যুক্ত আছেন। জাতীয় কবিতা পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য প্রয়োজনে কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেছেন। পেশাগতভাবে বিভিন্ন সময়ে সাংবাদিকতা, কলামলেখা, সম্পাদনা ও এডভোকেসি বিষয়ক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকেছেন। বর্তমানে একটি সংস্থার কর্মকর্তা হিসেবে তিনি ঢাকায় কর্মরত আছেন।

e-mail : gkpinu@yahoo.com

প্রকাশক
মো. গফুর হোসেন
রিদম প্রকাশনা সংস্থা
১১/১ বাংলাবাজার, ইসলামী টাওয়ার
ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১২

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস : আবির কম্পিউটার

মুদ্রণ : আলভী প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
৪৮/৩ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৭৫.০০ টাকা

MUKTIJUDDER KABITA (A Collection of Poems of the Liberation War), by Golam Kibria Pinu.
Published by Md. Gofur Hossain. Rhythm Prokashona Sangstha, 11/1 Bangla Bazar, Islami Tower (2nd Floor), Dhaka-1100. Mobile : 01676533026, Date of Publication February 2012.

Website : www.rhythmprokashona.com.

E-mail : info@rhythmprokashona.com

Price : 175.00 US $ 5.00

ISBN 978-984-8319-

U.K Distributor : **Sangeeta Limited**
22 Brick Lane, London

USA Distributor : **Muktodhara**
37-69, 75th st. 2nd Floor, Jackson Heights,
New York-11372

Canada Distributor : **Anymela**
2986 Darforth Ave, 1st Floor, Suite-202,
Toronto, No 416-690-3700

ATN Mega Store
2976 Darforth Ave, Toronto, No 416-686-3134

উৎসর্গ

মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের উদ্দেশে

GRONTHO.COM

কবির অন্যান্য গ্রন্থ

১. এখন সাইরেন বাজানোর সময় (কবিতা), ১৯৮৪
২. খাজনা দিলাম রক্তপাতে (ছড়া), ১৯৮৬
৩. সোনামুখ স্বাধীনতা (কবিতা), ১৯৮৯
৪. পোর্ট্রেট কবিতা (কবিতা), ১৯৯০
৫. ঝুমঝুমি (ছড়া), ১৯৯৪
৬. সূর্য পুড়ে গেল (কবিতা), ১৯৯৫
৭. জামাতের মসজিদ টার্গেট ও বাউরী বাতাস (প্রবন্ধ), ১৯৯৫
৮. কে কাকে পৌঁছে দেবে দিনাজপুরে (কবিতা), ১৯৯৭
৯. এক কান থেকে পাঁচকান (ছড়া), ১৯৯৮
১০. দৌলতননেছা খাতুন (প্রবন্ধ), ১৯৯৯
১১. আমরা জোংরাখোটা (কবিতা), ২০০১
১২. সুধাসমুদ্র (কবিতা), ২০০৮
১৩. আমি আমার পতাকাবাহী (কবিতা), ২০০৯
১৪. মুক্তিযুদ্ধের ছড়া ও কবিতা (ছড়া ও কবিতা), ২০১০
১৫. বাংলা কথাসাহিত্য : নির্বাচিত মুসলিম নারী লেখক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (গবেষণা), ২০১০
১৬. ও বৃষ্টিপাত ও ধারাপাত (কবিতা), ২০১১
১৭. ফসিল ফুয়েল হয়ে জ্বলি (কবিতা), ২০১১

GRONTHO.COM

সূচিপত্র

অধিভুক্ত হই আবারও মুক্তিযুদ্ধে

এরা	১১	ইতিহাসের আগামী	৪৭
অধিভুক্ত হই আবারও মুক্তিযুদ্ধে	১২	মৃতকল্প	৪৮
ঋতু পেয়ে হাঁটে	১৫	গৌরবের মুক্তিযুদ্ধ	৪৯
ইতিহাস হাসে	১৬	রুখে দিব, বাঁচাবো মুক্তিযুদ্ধ	৫০
রক্তমাখা	১৭	কালজ্ঞানে দিগন্তরেখা আনো	৫২
আমাদের জন্মবার	১৮	বরফের মধ্যে	৫৪
আলোকশূন্যতা	১৯	পূর্বপুরুষেরা	৫৫
যুদ্ধশিশু	২০	জন্মান্ধ পশুরা	৫৬
নিজের অমাবস্যার মধ্যে নিজের পূর্ণিমা	২১	বর্জ্যপতি	৫৭
অগ্নিশুদ্ধি নিয়ে মুক্তির বন্ধন	২৩	স্বর্ণশোভা	৫৮
বেঁচে থাকার হিন্দোলবাহার	২৫	মুক্তি	৫৯
কুসুমকোরক থেকে প্রসবন	২৮	অবশেষ	৬০
কোথায় যাবো	৩২	এইখানে	৬১
ওরা গণতন্ত্রবাদী নয়, দেহবাদী	৩৩	মুজিবের রক্তধারা	৬২
যাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধ	৩৪	গৌরবের সকালবেলা	৬৪
উদাসীন সহনশীলতা	৩৫	স্বাধীনতা তুমি পরাধীন হয়ে যাচ্ছো	৬৫
ভূত-পেত্নি নাচে	৩৬	বিভেদ	৬৬
এখন কেন পুড়ে যাচ্ছি	৩৮	ঘাস৬৭	
আমাদের ভাষা	৪০	একাত্তরের রঞ্জু	৬৮
জাগতে পারছি না	৪৩	একাত্তর	৬৯
জন্তুরা	৪৪	উন্মাদ	৭০
বিস্ময়	৪৫		
চুরি করা শিশু মনে করে কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধকে	৪৬		

মুক্তিযুদ্ধ অগ্নিপ্রভা হয়ে বেঁচে আছে

যুদ্ধ	৭৩	পারবে না	৯৩
মগের মল্লুক	৭৪	কালাসোনা চর	৯৪
বিভাজনের ইতিহাস	৭৫	নয়মাস	৯৫
মোড়ল	৭৬	বধ্যভূমি	৯৬
শত্রুরা আসছে	৭৭	সবুজ	৯৭
ইন্দ্রজাল	৭৮	মুক্তি	৯৮
দানবশিশু	৭৯	এই আছি '৭১	৯৯
বাতির আলো নিভিয়ে ফেলে	৮০	সেই যোদ্ধা	১০০
নীরবতা ভাঙতে ভাঙতে	৮১	শত্রুরা আসছে '৭১	১০১
জাতির জাতীয় জনসভা	৮২	বস্ত্র হরণের পালা	১০২
ঐক্য	৮৩	নরপশু	১০৩
চটচটে হিংসা	৮৪	মকছুদ আলী '৭১	১০৪
রায়ের বাজারের লাশ	৮৫	রোদমুখী '৭১	১০৫
বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধার একদিন একরাত	৮৬	তদন্ত	১০৬
স্বাধীনতার প্রথম রেল	৮৭	কারা	১০৭
স্রোতমুখী	৮৮	পশুরা, ২৫ শে মার্চ '৭১	১০৮
মাতৃত্ব	৮৯	এইবেলা	১০৯
মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ	৯০	হলুদ	১১০
একাত্তর	৯১	সোনামুখ স্বাধীনতা	১১১
রোখে'৭১	৯২	এই স্বাধীনতা	১১২

অধিভুক্ত হই আবারও মুক্তিযুদ্ধে

GRONTHO.COM

এরা

নকুলজাতীয় মাংসাশী জন্তুরা
বাদ্যযন্ত্র নিয়ে পথে নামছে
এদের হাসির আওয়াজ–কাশির আওয়াজ এক
এরা জঞ্জালের সাথে চলে গিয়েছিল ডাস্টবিনে
ঘোড়া পেয়ে এসেছে আবার
এরা খেচাখেচি করছে এখন
এদের তিল-সরিষা থেকে যে তেল বের হয়
তা স্পর্শ করা যায় না–খাদ্যে মেশানো যায় না

এদের হাতেখড়ি হয়েছে হত্যা আর ধর্ষণে
গোখুরা-সাপ এদের সহযোগী বন্ধু
এরা খাঁটি দুধে ঘি তৈয়ার করতে পারে না
এদের পোশাক খুলে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে
গায়ে মাংস লাগার পর
আবার নতুন পোশাক পরেছে, তাও খুলে পড়ছে–
এদের গা-গতর থেকে বমনের যাবতীয় দুর্গন্ধ বের হয়
এদের স্পর্শ করা যায় না।

এরা ক্রোধে মত্ত
এরা গিরগিটি
এরা ঘড়িয়াল,
এদের আওতায় জলাশয় রাখা যায় না।
এমন ঘণ্টা বাজাও–
এরা যেন বধির হয়ে যায়,
এমন আলো জ্বালো
এরা যেন অন্ধ হয়ে যায়।

অধিভুক্ত হই আবারও মুক্তিযুদ্ধে

এই এক দেশ–যেখানে রক্তাক্ত হাইড্রোজেনের ভেতর
মেঘজমাট বেঁধে সৃষ্টি হয়েছিল
–এক চন্দ্রধারা
সেই চন্দ্রধারার নামই দেদীপ্যমান মুক্তিযুদ্ধ।

সৃষ্টির সময়ে ছিল
এক একেকটি আগুনের গোলক
যার সমবেত নাম বিদ্রোহী-জনতা
যেন এক আগ্নেয়গিরির যাদুঘর
টগবগ হয়ে ফুটেছিল–দিগন্তরেখায়
উড়ছিল ধোঁয়ার কুণ্ডলি
ঘনমেঘ--নীরদপুঞ্জ
কুড়ুলে মেঘ–আঁধিঝড়
তার মধ্যে থেকে উপচে উঠলো আমাদের স্বপ্নভূমি!

বিস্ময়কর রাসায়নিক মিশ্রণে
মরিয়া হয়ে উঠেছিল জনগণ
পাথরখণ্ডে সপ্তমুখী জবা ফুটলো
অসীম সাহসে–
একেকটি বরফের চাঁই গলে গলে
ফল্গুধারা তৈরি হলো!

রঙের ভিন্নতা ছিল না–
শরীরের যেকোনো স্থানে–মুখমণ্ডল, গলা, কাঁধ
হাত, পা, বুক অথবা পিঠে
সকল ধমনিতে একই রক্তের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল

মস্তিষ্কের নিউরণে একই বাদ্যের দ্রিমি-দ্রিমি তাল ছিল
আমাদের দৃষ্টিহীনতা ছিল না।
এমন কি আমরা একচক্ষু হরিণও ছিলাম না
আমাদের রক্ত জমাট বাঁধেনি
বিপন্ন সময়ে আমরা পরস্পর থেকে দূরে সরে থাকেনি

-শিরদাঁড়া উঁচু ছিল
আমাদের ছিল না পতঙ্গ-পতন!
রক্তক্ষরণের মধ্যে দিয়েও রক্তের প্রবহমানতা
-আন্তঃনদী হয়ে জেগেছিল!

হৃদয়তন্ত্র কোন্ মন্ত্র নিয়ে জেগে উঠেছিল সেদিন?
আমাদের কাঙ্ক্ষিত আকাঙ্ক্ষা ছিল-
পরাধীনতার শৃংখলে--পরশাসিত থাকবো না
বশংবদ থাকবো না
দাসানুদাস হয়ে-পরনির্ভর থাকবো না
মেহনতি, শ্রমজীবী, কৃষিজীবীর ইশতেহার নিয়ে
শোষকশ্রেণির কব্জা থেকে বের হয়ে
-নিজের চারণভূমিতে
বৈষম্যহীন অবস্থায় সংহত হয়ে বেঁচে থাকবো!

অহিংস পথ দিয়ে আমরা যেতে চেয়েছিলাম
তবে সে পথে যেতে পারিনি-
রক্তাক্ত যুদ্ধের পথেই যেতে হয়েছিল!
ক্ষমতালোভী, সমরবণিক, যুদ্ধবাজ, ধর্মান্ধ-কালজ্ঞ শক্তি
ও সাম্রাজ্যবাদ-
সোনার খাঁচায় আমাদের আটকে রাখতে পারেনি
আমরা হয়েছিলাম বালিহাঁস
ডাকপাখি
নীলকণ্ঠ
সোনাচড়াই!

বীতরাগ থেকে
নিঃস্পৃহতা ভেঙে আমরা জেগে উঠেছিলাম,
দ্বিধাহীনতা থেকে
অকুণ্ঠচিত্তে গীতি-নৃত্যে জেগে উঠেছিলাম,
মায়ামুগ্ধ থেকে
নিজের কোকিল সুরে জেগে উঠেছিলাম,
মনস্তাপ থেকে
ধ্যানমগ্ন হয়ে জেগে উঠেছিলাম,
ভয়গ্রস্ত থেকে

দুঃসাহসে জেগে উঠেছিলাম,
শোকবিহ্বল থেকে
প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে জেগে উঠেছিলাম!

আর এখন–
আমরা কোন্ বিনষ্টির মধ্যে?
আর এখন–
আমরা কোন্ কপটভাষ্যের মধ্যে?
আর এখন–
আমরা কোন্ স্বভাবদোষের মধ্যে?
আর এখন–
আমরা কোন্ অশ্রুলোচনের মধ্যে?

আমাদের অলোকসামান্য মুক্তিযুদ্ধ
আমাদের দেদীপ্যমান মুক্তিযুদ্ধ
ম্রিয়মান হয়ে যাবে?
হারাবে তার স্বভাব-সৌন্দর্য
হারাবে তার উজ্জ্বলন
ও আকাশদিউটি!
যারফলে আমাদের দৃষ্টি জ্বালানোর পিলসুজ পর্যন্ত থাকবে না?

এত অকুণ্ঠিত অন্ধকার
এত ছায়া-প্রচ্ছায়া
এত অন্ধকূপ
ধূপ জ্বালানোর লতাগৃহ নেই–
রাত্রি নামে–তমসাবৃত দিন!

চলো–অধিভুক্ত হই আবারও মুক্তিযুদ্ধে
চলো–কুণ্ঠামুক্ত হই আবারও মুক্তিযুদ্ধে
চলো–নবাঙ্কুর হই আবারও মুক্তিযুদ্ধে
চলো–প্রসববন্ধন হই আবারও মুক্তিযুদ্ধে।

ঋতু পেয়ে হাঁটে

সেই লোক ঋতু পেয়ে হাঁটে
ফুল ফোটাবে কাঁটাঝোপের মাঠে!
এখন বসন্ত পেয়ে নাচে–
চেহারাটা বার বার দেখে নেয় আয়না নামের কাচে,
তার নদী ছিল না–ছিল না নৌকো ঘাটে।
ছিল সে নরপিশাচ!
দেখাচ্ছে শুধু ঝুমুর ঝুমুর কি নাচ?

লোমশ পায়ের জোরে–এখন সে ঘোরে
বহুকিছু করে তুচ্ছ–
লাগিয়ে ময়ূর পুচ্ছ,
গুচ্ছ গুচ্ছ গচাচ্ছে পুরনো সেই দাঁত
কার সাথে হয়েছে আঁতাত?
কারা হয়ে ওঠে সমজাতীয়
রক্তে নয়–হচ্ছে হাত মিলিয়ে আত্মীয়!

অমাবস্যার বদলে রাতে
সূর্য পেলো হাতে?
দেখি নিজের মনঃপুত–
ও জিনিস বসিয়ে ও জিনিস সরিয়ে
একটার পর একটা করছে স্থানচ্যুত!
পড়ছি কি গোলকধাঁধায়?
তবুও চা খাচ্ছি গরমজলে-আদায়!

হাতে পেয়ে খাসখামার
বাচ্চা গুরু ও ছাগলের চামড়াও নিচ্ছে ছিলে
–কোন সে চামার?
এতই হচ্ছে ক্ষমতাকাতর
অন্যের বাগানও বানিয়ে ফেলছে শানপাথর।

খুলতে পেয়েছে কি অর্গল?
নিজের তৃষ্ণা নিজে মিটাচ্ছে অনর্গল!
হয়ে উঠছে মধুলেহী
ভাবছে–হবে না কখনো বিদেহী!

ইতিহাস হাসে

কোন্ অভীষ্টের জন্যে এ রকম ছায়া নিয়ে যুক্ত
শুদ্ধ হচ্ছে কার হাতে কার মুক্তিযুদ্ধ?

তর্ক নামে শীতলতায় কিংবা উত্তাপে
সূক্ষ্মভাবে ফেলে দিচ্ছি কাউকে কাউকে খাপে!
রাজমুকুটের চাপে!

দৃষ্টিগ্রাহ্য যা কিছু তা পিছু পিছু টেনে
বোধগম্য কারণে-বারণে
কীযে তোলা হচ্ছে ক্রেনে আর কীযে তোলা হচ্ছে ট্রেনে।
কোন্ দফতর থেকে দেওয়া হচ্ছে খেতাপ-সর্বস্ব নাম
আর রংমাখা মোমবাতি?
পর্বতমালায় কি হয়েছে তৈরী এ ইতিহাস?
নেই রক্ত, নেই কারো ঘাম!

পোশাক পালটাতে পালটাতে
উঁচু-নিচু গিয়ারে ওঠা-নামা করতে করতে
কুচ্কাওয়াজকালে–
আটকে পড়ছি কোন্ জালে!
আজকাল রং পালটায় কি শুধুই গিরগিটি?
বাতিকগ্রস্ত চরিত্র রূপায়ণে যারা পারদর্শী
তাদেরই হাতে পালটে যাচ্ছে বিজয়মুকুট–
ইতিহাস হাসে মিটিমিটি।

রক্তমাখা

রক্তমাখা পোশাকে আবার দাঁড়িয়ে যা বাপ
চাপাতি হাতে কাদের পায়ের ছাপ?

নিজভূমিতে এতটা কেন ভাববিহ্বলতা!
পোড়াবাড়িতে ছিন্নভিন্ন গাছের ডগা ও লতা!
দুর্বিপাকে কোথায় ভবিষ্যৎ?
সর্বগ্রাসী তাণ্ডবে কি বাঁচে স্বাধীন মত!

রক্তমাখা পোশাকে আবার দাঁড়িয়ে যা বাপ
কিরিচ হাতে কাদের পায়ের ছাপ?

ঘাতক-খুনি চতুর্দিকে করছে অন্তর্ঘাত
তারা এখন কাদের অন্তর্জাত?
টিকে থাকবো শুধু লুপ্তবংশে?
আমরা কেন নিজের ভগ্নাংশে!

রক্তমাখা পোশাকে আবার দাঁড়িয়ে যা বাপ
ভোজালি হাতে কাদের পায়ের ছাপ?

ব্যবধান আমি ও তুমিতে
ব্যাপ্তি নেই তল্লাটে ও ভূমিতে!
বধিরতায় হারিয়ে ফেলি নিজের ঐকতান
আর্তরবে হারাবো শুধু মান ও জান?

রক্তমাখা পোশাকে আবার দাঁড়িয়ে যা বাপ
রামদা হাতে কাদের পায়ের ছাপ?

ভুলে গেছি কি সমরসজ্জা?
উঠানে এসে কারা করেছে ফুলবাগান কব্জা!
অসূয়া নিয়ে পা ফেলবে এখানে ওখানে শুধুই পিশাচ?
সাহসগুলো হারিয়ে ফেলে নাচছি কী নাচ?

রক্তমাখা পোশাকে আবার দাঁড়িয়ে যা বাপ
কাটারি হাতে কাদের পায়ের ছাপ?

আমাদের জন্মবার

মুক্তিযুদ্ধকে নিশিযাপনে ঠেলে দিয়ে
উদয়কালকে ভয়ে ভয়ে ঢেকে রাখে কারা প্রতিভোরে!
এরপর তারা পাহারা বসিয়ে দেয় প্রতিদোরে!
কেউ যেন দেখতে পারেনা উঁকি মেরে সূর্যালোক
তাদেরই দিন বাড়ে মাখন ও ঘিয়ে!

যারা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান
তারা শুধু গেয়ে যাবে নিশীথের গান!

আয়ুষ্কাল ঝাঁ-ঝাঁ রোদের পাবেনা কোনও নাগাল?
আমাদের দিন নেই! শুধু রাত্রিবেলা—শুধুই সূর্যাস্তকাল!

আমরা হবো ধূমকেতু অল্পকালস্থায়ী
আমাদের নিজস্ব আকাশে!
কখনো ক্বচিৎ
বসন্ত বাতাসে
শুধু বিচ্ছিন্ন ভূভাগ নিয়ে জেগে ওঠা কি উচিৎ?
আর অন্যদিন!
শৈত্যপ্রবাহ ও অন্ধকার
শুধু রাত দিয়ে লেখা হবে আমাদের জন্মবার!

আলোকশূন্যতা

চোরাস্রোতে বোধ!
কার প্রতি কার নাড়া-শোধ!
বোমার আঘাতে শিশু-মৃত্যু, তার অসহায় চোখ–
মৃত্যুর পরও তাকিয়ে রয়েছে!
আমাদের চোখে ধুলো জমে? নেই কি বেদনাবোধ?

যুক্তি থেকে দূরবর্তী দ্বীপে সরে গিয়ে
মুঠো মুঠো অন্ধকার নিয়ে
কাদের নিয়েছে কারা কোলে তুলে?
এই অমাবস্যার রাতে!
ভুল শিক্ষা নিয়ে ভুল ঠিকানায় পথ রয়েছে ভুলে!

বার বার নিয়ে যেতে চায় মধ্যযুগে
            –আলখাল্লা পরে!
নিবিড় অন্ধকারে ভেতর কি দীপশিখা জ্বলে?
কথা না কি খাটিয়ায় লাশ নড়েবড়ে?
সাহসের নামে আলোকশূন্যতা বুকে!

GRONTHO.COM

যুদ্ধশিশু

যুদ্ধশিশু যুদ্ধজয়ের মধ্যে দিয়ে
অকুণ্ঠিত হৃদয়ে
অসম্পূর্ণতার মাঝে
ধীরে ধীরে নিজেকে প্রসারিত করে
তার হৃদয়মন্দিরে একাত্তর!

শিশুত্ব বেদনামাখা
মাথার উপর আশ্রয়দাতার হাতপাখা
সন্তাপ নিয়ে হয়েছে আয়ুষ্মান
তারপরও অনুবেদনা নিয়ে মাঝে মাঝে গায়
অরণ্যপুষ্পের গান!

যুদ্ধশিশু অনুকম্পা নিয়ে বড় হতে হতে
যে কম্পন অনুভব করে
তার নাম বাংলাদেশ!
তারপরও অন্তর্জগতের ভেতর আত্মবুদ্ধি নিয়ে
নিজমূর্তিতে প্রাণময়তা জেগে রাখে।

নিজের অমাবস্যার মধ্যে নিজের পূর্ণিমা

যে লোকটি পাকবাহিনীর গুলিতে আহত হয়েছিল
সে এখনো বেঁচে আছে!
রক্তাক্ত স্মৃতির সমস্ত এলাকা মনে পড়ে
দমবন্ধ অবস্থায়–
যে ঘূর্ণিপাক পাকবাহিনী তৈরি করেছিল
তাতো অরণ্যসংকুল!
কূল হারায়নি তবুও–
সন্তাপবেদনা নিয়ে বুকচাপড়ানো কষ্টে
জীবনীশক্তি নিয়ে বেঁচেছিল–
তার নাম অবলুপ্তি থেকে বেঁচে ওঠা
ভগ্নস্তূপ থেকে বেঁচে ওঠা
কালাপাহাড়ের গুহা থেকে বেঁচে ওঠা!

বেঁচে থাকা মানে
নিজের পলিমাটিতে বেঁচে থাকা,
বেঁচে থাকা মানে
নিজের জলপ্রবাহে বেঁচে থাকা,
বেঁচে থাকা মানে
নিজের উতলধারায় বেঁচে থাকা,
বেঁচে থাকা মানে
নিজের শস্যগোলায় বেঁচে থাকা,
বেঁচে থাকা মানে
নিজের অস্তিত্বে স্পর্শ নিয়ে বেঁচে থাকা,
বেঁচে থাকা মানে
নিজের দিনপঞ্জিতে বেঁচে থাকা,
বেঁচে থাকা মানে
নিজের স্ফুরণ নিয়ে বেঁচে থাকা,
বেঁচে থাকা মানে
নিজের বৈভব-বৈচিত্র্য নিয়ে বেঁচে থাকা,

বেঁচে থাকা মানে
নিজের অমাবস্যার মধ্যে নিজের পূর্ণিমা নিয়ে বেঁচে থাকা

যে লোকটি আহত হয়েছিল
সে দ্বিতীয়বার আর আহত হতে চায় না–
পাকবাহিনীর অনুসারী জল্লাদদের হাতে!
তাঁর উত্তরসূরীরাও আহত হতে চায় না–
প্রতিরোধের প্রভাতকিরণে সবসময়ে তারা
রোদঝলমল হয়ে থাকতে চায়
নিজের ভেতর সেই দীপশিখা অগ্নিপ্রভা হয়ে বেঁচে আছে!

অগ্নিশুদ্ধি নিয়ে মুক্তির বন্ধন

কালগ্রাসে ধুয়েমুছে যাবে না
পুত্রহারা মায়ের অন্তর্বেদনা
স্বামীহারা নববধুর বিধুরতা!
রেলগাড়ির কামড়ায় টুকরো টুকরো করে জানালা দিয়ে
কূপতলায় ফেলে দেওয়া আত্মীয়ের লাশ দেখেছি,
বোনারপাড়ায় রেলের ইঞ্জিনের জ্বলন্ত কয়লার সাথে জীবন্ত পুড়িয়ে
স্বজনকে ছাই করে ফেলার অগ্নিস্বাক্ষী আমরা!

বধ্যভূমির মাটির চাপায় ফেলে রাখা
–লাশের স্তূপও দেখেছি
সান্তাহার থেকে শুরু করে দেশের কত জায়গায়
গুপ্তলাশে ভরে গিয়েছিল হাজার হাজার কূপ!

বাড়িঘর পোড়ানোর বিভৎস উৎসব
আর লুঠতরাজ!
কারা পরেছিল সেদিন পাকিস্তানী হানাদারের সাথে
রাজাকারের সাজ?

কালগ্রাসে ধুয়েমুছে যাবে না
মুজিবের সাহস ও তাঁর ওপর ভর করা বাঙলার আকাশ
পরিবেদনা ও অশ্রুপ্লাবিত অবস্থায় ভয়শূন্য চোখ নিয়ে
স্বার্থশূন্যতার উর্ধ্বে উঠে অনুবদ্ধ হয়ে
লিপ্ত থাকা বাঙালির গৌরবের নয়মাস!
ছিল পাকবাহিনীর পায়ের নিচে অসহায় বাংলার ঘাস!
তবু গেয়েছি আমরা–
নিঃশঙ্কচিত্তে গেরিলার গান!

কালগ্রাসে ধুয়েমুছে যাবে না
স্নেহ ও প্রণয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্যতা নিয়ে জেগে ওঠা
–বিদ্রোহের সুর

অগ্নিশুদ্ধি নিয়ে মুক্তির বন্ধনে বধ হয়েছিল অসুর!
কুঁকড়ানো দুমড়ানো অবস্থায়
অস্ত্রহীন থেকেও–
নিজেরা হয়েছি বিস্ফোরক
ইচ্ছেশক্তি নিয়ে হয়েছি রুদ্রমূর্তি ও পরিপূর্ণ!
শৃংখলে থাকিনি হয়ে দাস!
আলোকশক্তির তেজস্ক্রিয়া নিয়ে বাঙালি জ্বলিছি
–যুদ্ধের নয়মাস!

বেঁচে থাকার হিন্দোলবাহার

সর্বহারাদের ভেতর থেকে
সর্বহারা জেগে ওঠে না
তাই–সারেঙ্গি বাজে না!

ক্রীতদাসদের ভেতর থেকে
ক্রীতদাস জেগে ওঠে না
তাই–বিউগল বাজে না!

নিপীড়িতদের ভেতর থেকে
নিপীড়িত জেগে ওঠে না
তাই–পাখোয়াজ বাজে না!

নির্ধনদের ভেতর থেকে
নির্ধন জেগে ওঠে না
তাই–করতাল বাজে না!

মজুরদের ভেতর থেকে
মজুর জেগে ওঠে না
তাই–রণশিঙা বাজে না!

শ্রমিকদের ভেতর থেকে
শ্রমিক জেগে ওঠে না
তাই–পিনাক বাজে না!

কৃষকদের ভেতর থেকে
কৃষক জেগে ওঠে না
তাই–সরোদ বাজে না!

নিম্নবিত্তদের ভেতর থেকে
নিম্নবিত্ত জেগে ওঠে না

তাই–এস্রাজ বাজে না!

মধ্যবিত্তদের ভেতর থেকে
মধ্যবিত্ত জেগে ওঠে না
তাই–কাড়া নাকাড়া বাজে না!

শোষিতদের ভেতর থেকে
শোষিত জেগে ওঠে না
তাই–একতারা বাজে না!

সর্বহারা ক্রীতদাস নিপীড়িত নির্ধন মজুর শ্রমিক
–কৃষক নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত শোষিত
তাঁদের বইয়ের কোনো পৃষ্ঠা নেই
তবে–তাঁদের প্রত্যেকের জীবনের একেকটি
বিস্ময়কর অধ্যায় আছে!
বিয়োগান্ত নাটক আছে!
পুরাকাহিনীর ভেতর কেউ কেউ উপকথা হয়ে আছে
বেঁচে থাকার হিন্দোলবাহার আছে
দৃশ্যকাব্য আছে,
বৈষম্যের পুরিয়াধানশ্রী শুনতে শুনতে
কেউ কেউ মৃত্যুর মতন নীরবতা নিয়ে বেঁচে থাকে
ধারাবাহিক উপন্যাসের পর্বে পর্বে
কত রকমের পরিকথা!
কেউ কেউ শ্লোক আর গাথার ভেতর দুঃখ-কাতরতা নিয়ে
কত রকমের সংস্করণে বেঁচে আছে
তার ইয়ত্তা নেই!

আমাদের পকেটে কোন্ ঘড়ি?
আমাদের ঘরে কোন্ বর্ষপঞ্জি?
আমাদের বসবাস কোন্‌কালে?
কোন্ কালচক্র–বক্র করে রাখে?
আমাদের ত্রিকাল কীভাবে কাটবে?

চেতনার বৈভব কি ঐকতান তৈরি করে?
নীরবতা ভেঙে–
নিজেদের ভূমি কি জেগে উঠবে না?
নৈরাশ্য ও হতাশা নিয়ে
শুধুই মায়ামৃগের পিছনে ছুটবো?
উদ্যমহারা হয়ে–
মোহঘোরে-মোহজালে আটকা পড়বো?

কালবেলা শনিরদশা অশুভতিথি কবে কাটবে?
ছয়ঋতু এক ঋতু হয়ে থাকবে?
বসন্তবাতাস গায়ে লাগবে না?
নবীনতা আসবে না–নবীভূত হতে পারবো না?
শুধু পুরাগতকাল–শুধু প্রত্নকাল থাকবে!
অগ্রসূচনা ও ভবিতব্য কবে রচনা হবে?
সেই বস্তুসত্য কবে আসবে?

একসাথে জেগে ওঠা–একসাথে বেজে ওঠা কবে হবে?
একসাথে জেগে ওঠা–একসাথে বেজে ওঠা কবে হবে?
একসাথে জেগে ওঠা–একসাথে বেজে ওঠা কবে হবে?

কুসুমকোরক থেকে প্রসবন

গৃহ থেকে বহুদূরে চলে যাওয়ার পরও
আমি গৃহে ফিরে আসি
আমি সেই কপোত
ডানা দুটি আমার প্রত্যাবর্তনপ্রবণ

সাদামাটা গৃহকোণ আমার পছন্দ
ঘরে ফিরে আসার জন্য আমি কাতর

আমার বসতভিটে আমি চিনি
বাস্তুভিটে ও খামারবাড়ি আমি চিনি
মর্মঘাতি আঘাতের পরও–
আমার গৃহজারিত গন্ধ আমার গায়ে লেগে থাকে
গৃহহীন করে প্রভুরা আমাকে টেনে নিয়ে যাবে?
পারবে না!
শুধু কি সংসার-সুখ ও গার্হস্থ্য সুখের জন্য
স্বগৃহে স্বচ্ছন্দ বোধ করি?
যেখানেই যাই–আমার গৃহাভিমুখে আমার মুখ ও যাত্রা
অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ধ্বংস হওয়ার পরও ফিরে আসি
বন্যায় ভেসে যাওয়ার পরও ফিরে আসি
ঝড় ও টর্নোডেতে মুচড়ে যাওয়ার পরও ফিরে আসি
আমি চোরাস্রোতে নিমজ্জিত হই না
জীবনের যেকোনো নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে
জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি করি

পরতন্ত্র নিয়ে যন্ত্র হয়ে যেতে চাই না
পরশাসিত শাসন আমি দেখেছি
পোঁ ধরা স্বভাব আমার ধাতে নেই
গুমটি ঘরের বদলে আমার বাঁচোয়া উঠান আছে
আমার নিজস্ব পতাকা আছে

নিজের জমিতে নিজে চাষ করি
নিজের ভূখণ্ড যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়
হুমকি ও ভয় দেখানোর লোক থাকলেও
তাদের পরোয়া করি না
প্রতিরোধের তৃষ্ণা সবসময়ে জাগিয়ে রাখি
কোনো সমুদ্রের জল সে তৃষ্ণা মিটাতে পারে না।

টিকে থাকি নিজের দু'পায়ে ভর রেখে
পথসংলগ্ন থাকি
সহজে স্খলিত হই না
মোড় ঘোরার সময়ে পিছলে যাই না
মাথা উঁচু করে হাঁটি
ঠেকিয়ে রাখার জন্য গতিরোধ করা হয়
জমাট বরফের উপর হেঁটে হেঁটে আসি

লোভী, নোংরা ও স্বার্থপর ব্যক্তির গন্ধ শুকি
দুষ্টপ্রকৃতির কোনো অশরীরী কাল্পনিক শয়তানের
ভারী জুতার তলায় আমি থাকি না!

সযত্নে সঞ্চিত ও রক্ষিত স্বপ্ন নিয়ে
ভূগর্ভ খুঁড়ে আমি বের হই!
লাল লাল দাগ আমার শরীরে!
গৃহে ফিরি কিন্তু গৃহপালিত নই
নিজের ভাষা ও ধ্বনিতত্ত্ব বুঝি
প্রকৃতিপ্রত্যয় বুঝি
আমার সভ্যতা কী–তা আমি ভুলি না
আমারও আছে সংস্কৃতিমান।
আমার অভিধান ও শব্দকোষ আছে
আমার চিরায়ত সাহিত্য নিয়ে আমিও উঁকি দিই
আগামীর সূর্যালোকে।
শুধু ব্রতচারী নৃত্য নয়
নৃত্যের বহুবিধ মুদ্রা আমি জানি

একতারা থেকে করতাল থেকে
বাঁশিতে কী সুর জেগে ওঠে
কণ্ঠে কণ্ঠে কত গান
কখনো হয়না ম্রিয়মাণ!
আমি আমার নদীর জোয়ার জানি
মরানদীটা আরও মরে যাচ্ছে, তাও জানি
আমি আমার হাওড়-বাঁওড় চিনি
সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছাস চিনি।

কীভাবে শিশিরকণা জমে
কীভাবে বৃষ্টিফোঁটা পড়ে
কীভাবে মেঘ কেটে যায়–তা জানি

বন্যাপীড়িত হয়ে
কীভাবে মরুময় কষ্টের মুখে চৌচির হয়ে যাই
তা কি আমি বুঝি না?

লালমাটি-তিলকমাটির প্রান্তর নিয়ে
এঁটেলমাটির জলকাদা মেখে
পলিমাটির জমি নিয়ে স্বপ্ন-ফসল ফলাই
আমি আমার গাছগাছালির ছায়াস্নিগ্ধ হয়ে
অংশুমালা হয়ে সূর্যতাপ গ্রহণ করি
বীজতলায় অঙ্কুরমুখী হয়ে জীবন্ত হয়ে উঠি
শিকড়-মূলরোম থেকে
যে বৃক্ষ বেড়ে ওঠে–সেখানে আমার স্পর্শ থাকে
কুসুমকোরক থেকে প্রসবন পর্যন্ত
নিজেকে জড়িয়ে রাখা
অরণ্যপুষ্প থেকে রবিশস্যের গন্ধে
আমি প্রাণশক্তি পাই
জিয়নকাঠির স্পর্শ পাই
আমার চৈতন্য ও সংবেদনা নিয়ে
আমি ফিরে আসি–

গৃহে ফিরে আসা মানে
উৎসে ফিরে আসা
গৃহে ফিরে আসা মানে
সৃষ্টিমূলে ফিরে আসা
গৃহে ফিরে আসা মানে
আদ্যবীজে ফিরে আসা
যেখানে আমার উত্থান হয়েছিল
যেখানে আমার অভ্যুদয় হয়েছিল
যেখানে আমার উন্মীলন হয়েছিল
যেখানে আমার বিস্তার হয়েছিল

যেখানে আমার আঁতুড়ঘর
যেখান থেকে পৃথিবীর আলো দেখেছিলাম
এখানে অবতীর্ণ হওয়া মানে
ধরাধামে ফিরে আসা

সেই সূতিকাঘর কীভাবে ভুলি?

GRONTHO.COM

কোথায় যাবো

আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়? যাবো কোথায়?
ঘুমের ঘোরে রাত কাটালাম
ঘুম হলো না, ঘুম হলো না
নিদ্রামগ্ন স্বপ্ন দেখা তাও হলো না, তাও হলো না।
সকাল বেলা শিশির ঘাসে পা রেখেছি
কোথায় যাবো? কোথায় যাবো?
ঠিকঠিকানা নেই এখনো!
যুদ্ধ হলো শুদ্ধ হবো বলে
শ্যাওলা উঠোন নতুন করে টানবো কাছে
ফুল ফুটাবো বলে,
শূন্যগোলা মায়ের হাতে শস্যগোলা হবে–
এই আশাতে রক্তমাখা হাত মুছেছি জলে।
এইতো এখন মাটি খুঁড়ে মূল দেখেছি
একেবারে পচে গেছে,
ঘুণ ধরেছে ঘরের বাঁশে
পচা গন্ধ চতুর্দিকে–
তবুও হায় হয়না খোঁজা দিগন্ত।
খোসা ছাড়ার হবে সময় কবে?
নদীর প্রপাত টানবো কাছে কখন?
আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়? যাবো কোথায়?

ওরা গণতন্ত্রবাদী নয়, দেহবাদী

ওরা গণতন্ত্রের নামে
ঘামে—
আন্দোলনের নামে ঘামে
পথে এসে ঘামে
ঘামতে ঘামতে
লোমকূপ দিয়ে মেশিনের মত
পানি উৎপাদন করে
সেই পানি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়
যেন ওদের পানি পড়া খাই
আমরা ওদের ভুলে যাই।
ওরা গণতন্ত্রবাদী?
না দেহবাদী?
আমি বলি ওরা দেহবাদী—
ওদের দেহে এখন মখমলের আলখাল্লা
আলখাল্লার নিচে একাত্তরের সেই ছুরিটা
দেহের আঁধারে
লুক্কায়িত রাজকীয় রাজাকারতন্ত্র।
সুযোগ পেলেই
সংঘবদ্ধ সংঘ নিয়ে
দেহের সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে
আর এক আধ্যাত্মিকতার নামে
নগ্ন দেহবাদী হয়ে যাবে।
ওরা আসলেই দেহবাদী
গণতন্ত্রবাদী নয়।

যাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধ

যাদুঘরে গিয়ে দেখি প্রিয় মুক্তিযুদ্ধ
একটি ছিন্ন বিবর্ণ দৈনিকে!
একটি ছেঁড়া রক্তাক্ত পোশাকে!
একটি ছোট অস্পষ্ট ছবিতে!

এতটুকু ধারণ ক্ষমতা নিয়ে থাকে মুক্তিযুদ্ধ?

অথচ অচল মুদ্রা, রাজাদের কলঙ্ক-পালঙ্ক
জায়গা দখল করে আছে অনেকটা!

মনে হয় মুক্তিযুদ্ধকে রাতের বেলা কোন্ এক যাদুকর
ঘাড় মটকিয়ে ধরে নিয়ে এসে হায়
প্রাণহীন ভাবে
যাদুঘরে বসিয়ে রেখেছে।

উদাসীন সহনশীলতা

মর্টারের শেলটি হয়েছে লক্ষ্যভ্রষ্ট
কলায় পাতায় লেগে,
এবং নিজেই হলাম আহত, পঙ্গু–
শত্রু বেঁচে গেল,
এগার নম্বর সেক্টর থেকে থেমে গেল একসময়
রণধ্বনি, কিন্তু আমার শব্দহীন বেঁচে থাকা দেখে
পাড়ার শত্রুরা হাসে, এই হাসির তলায়
বকুল ফুলেরা পতিত হয়েছে,
আমার পতন অপেক্ষা করছে
উদাসীন সহনশীলতায়।

GRONTHO.COM

ভূত-পেত্নি নাচে

আগুনে আঁচ লাগে আগুনে কাঁপে ওরা
আগুনে ভয়–
আগুনে ক্ষয়
আগুনে পুড়ে সোনাতো হবে না
আগুনে লয়।

চুনকালি পড়া মুখে আজ
স্নো ও পাউডার
নাককাটা নাকে আজ প্লাস্টিক-সার্জারি
জিভকাটা জিভে সেলাই সুতোয়।

চেনা যায় না আগের মত
চলনে বলনে বোঝাতো যায়;
ছিল যে ওরা জল্লাদ
রক্তলোলুপ–
পিশাচের প্রাণ নিয়ে ঘ্রাণ নিত রক্তের
পশমে পশমে হিংসাশ্রয়ী বর্বরতা।

বিনয় ও ক্ষমার সুযোগ নিয়ে ওরা
করুণা ও অহিংসার সুযোগ নিয়ে ওরা
কৃপাভিক্ষা ও উদারতার সুযোগ নিয়ে ওরা

শামিয়ানা টানিয়ে বাংলার মাঠে আজ
[illegible] বিছায়
[illegible] এনে [illegible] খছে

প্যাচালো-ঘোরালো
চতুরামি ও কপটবেশ
কলঙ্ক-কালিমা-কলুষতা
ঘষামাজা করলেও মুছবে না আর
কচলানো হলেও যাবে না।

ছলচাতুরিতে–
আবার ওরা শিয়াল হয়ে আসে,
বুজরুকিতে–
আবার ওরা অজগর হয়ে আসে,
কুমতলবে–
আবার ওরা হিংস্র জানোয়ার হয়ে আসে,
কপটকান্নায়–
আবার ওরা কুমির হয়ে আসে।

আমাদের চৈতন্য জেগে আছে বলে
ওরা এখনো ভয় পায়
আমাদের শরীরে প্রাণ জেগে আছে বলে
ওরা এখনো ভয় পায়।

হরণকারীরা
অপঘাতকেরা
নরঘাতকেরা
ডিমে তা দিতে পারছে না বলে–
আলোর শিখাকে ভয় করে
আলো ঝলমলদ্দিনকে ভয় করে।
ওরা রোদ্রহীন-আলোহীন অন্ধকূপের বাসিন্দা
হিমপাত থেকে তুষারপাত থেকে
ফসিল থেকে জীবাস্ম থেকে
ওদের উত্থান হবে না বলে
সূচীভেদ্য অন্ধকারে ভূত-পেত্নি হয়ে নাচে
তমসার বাঁকে বাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে করে বসবাস।

আলোর শিখা দেখে করছে ভয়
আলোর বাসিন্দা ওরাতো নয়।

এখন কেন পুড়ে যাচ্ছি

এত সহজে পুড়ে যাচ্ছি!
এতটা আজ–দহনযোগ্য?
এত সহজে পুড়ে যাচ্ছি!
এতটা আজ–সহজদাহ্য?

আগুনতাপে পুড়ে যাচ্ছি
তুষআগুনে পুড়ে যাচ্ছি
ছাইআগুনে পুড়ে যাচ্ছি

বনআগুনে পুড়িনি
বজ্রপাতে পুড়িনি
তড়িৎকোষে পুড়িনি
গ্যাসআগুনে পুড়িনি

এখন কেন পুড়ে যাচ্ছি?
এখন কেন পুড়ে যাচ্ছি?

আগে ছিলাম আলোকশক্তি
আগে ছিলাম সূর্যশক্তি
আগে ছিলাম বিদ্যুৎশক্তি

এখন কেন পুড়ে যাচ্ছি?
এখন কেন পুড়ে যাচ্ছি?

অধঃপতনে শেষসীমায়
ছোবড়া কিবা খড়ের প্রাণ?
পুড়ে যাচ্ছি!
সাহস নেই বুকের মাঝে
তালপাতার রোগা-সেপাই?
পুড়ে যাচ্ছি!

নিজের ভর হারিয়ে ফেলে
শিমুল-তুলো উড়ে বেড়াই?
পুড়ে যাচ্ছি!
উদাসীনতা আপন ভোলা
লাইলনের সুতো কাপড়?
পুড়ে যাচ্ছি!
জোড়াতালিতে পথ পাই না
তুলট কিবা ছেঁড়া কাগজ?
পুড়ে যাচ্ছি!

আগে ছিলাম ইউরেনিয়াম
আগে ছিলাম প্লুটোনিয়াম
আগে ছিলাম অনির্বাণ

এখন কেন পুড়ে যাচ্ছি?
এখন কেন পুড়ে যাচ্ছি?
এখন কেন পুড়ে যাচ্ছি?
এখন কেন পুড়ে যাচ্ছি?

আমাদের ভাষা

কোন্ মহাজনের হাতে মাত্রাহীন অক্ষর বাড়ছে?
লিপিকুশলতা না জেনে
হাতে পেয়েছে ঝরনা কলম
কলমবাজিরও মাত্রা থাকা দরকার–
না হলে এদের হাতে বর্ণলোপ হবে–বর্ণবিপর্যয় হবে
এমনিতে গুরুচণ্ডালি ভাষার প্রকোপ
গণমাধ্যমে-রেডিওতে,
কারো কারো জিহ্বামূলীয় উন্নাসিক শব্দ তৈরির বাতিক
শিষ্ট ভাষা–আশা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

যারা ছিল রুচিবান–তারা কোন্‌খানে গিয়ে গাইছে গান?
শুধু মোহরের লোভে!
ভাষাবোধ-রুচিবোধ আজ হবে পুরাঘটিত অতীতকাল?

ধ্বনিতত্ত্ব-শব্দতত্ত্ব ও ব্যাকরণ না জানি
বাংলাভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা অন্তত কিছুটা মানি,
শুধু একদিন উপচে পড়বে ভাষাপ্রীতি
অন্যদিনে শুধুই অন্য ভাষার দূতিয়ালি!

যারা বাংলাভাষা বাঁচাচ্ছে না
তারা অন্যের নির্ঘণ্ট ও সূচিপত্র নিয়ে আছে,
তারা রেক্সিনে বাঁধাই করা দাসলিপিতে লিখছে
কার নামে উৎসর্গপত্র?

তারা আমাদের প্রস্তরলিপি ও তালপাতার পুঁথি বাঁচাবে না
তারা আমাদের পাঠাগার ও কোষগ্রন্থ বাঁচাবে না
তারা আমাদের ঋতু ও বর্ষপঞ্জি বাঁচাবে না
তারা আমাদের লোকগাথা ও বীরগাথা বাঁচাবে না
তারা আমাদের নাটক ও যাত্রাপালা বাঁচাবে না
তারা আমাদের জারিগান ও কাঠিনৃত্য বাঁচাবে না

তারা আমাদের ভাস্কর্য ও চিত্রকর্ম বাঁচাবে না
তারা আমাদের হস্তশিল্প ও তাঁত বাঁচাবে না
তারা আমাদের ভাষাআন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বাঁচাবে না

আমাদের ভাষা না থাকলে
এক এক করে অনেক কিছুই থাকবে না–
আমাদের থাকবে না আকাশপ্রান্ত ও ঝুলন পূর্ণিমা
আমাদের থাকবে না নিজস্ব জলস্রোত ও টলটলে জল
আমাদের থাকবে না সমুদ্র ও মিঠাপানির মাছ
আমাদের থাকবে না আকাশভাঙা বৃষ্টি ও বর্ষা
আমাদের থাকবে না চারণক্ষেত্র ও পলিমাটি
আমাদের থাকবে না পাহাড় ও গিরিচূড়া
আমাদের থাকবে না বায়ুহিল্লোল ও বসন্তবাতাস
আমাদের থাকবে না কালবোশেখি ও ঘূর্ণিবায়ু
আমাদের থাকবে না দিন ও দিনের বিভা-দ্যুতি
আমাদের থাকবে না চিড়েমুড়ি ও কালোজিরের ঝোল
আমাদের থাকবে না শরীরে পুষ্টি ও সুখনিদ্রা
আমাদের থাকবে না রোগমুক্তি ও হাসপাতাল
আমাদের থাকবে না গাছ-বৃক্ষ ও কচিপাতা
আমাদের থাকবে না বীজতলা ও পুষ্পরেণু
আমাদের থাকবে না শস্যক্ষেত্র ও জমির উর্বরতা

বাংলাভাষা কি শুধু নিছক কিছু শব্দভাণ্ডার
কিংবা অল্পপ্রাণ নাসিক্য-ধ্বনি?
পুরনো মুদ্রাকরের পুরনো মুদ্রালিপির টাইপ
কিংবা রবারস্ট্যাম্পের বর্ণ?

কারা বাংলাভাষা না বাঁচিয়ে নিজেকে সঙ্কুচিত করছে?
নিজেদের সজীবতা হারিয়ে টিকে থাকবো ফসিল হয়ে?
শুধুই দুর্ভাগ্য ও জ্ঞানহীন বিবশতা নিয়ে বাঁচবো?

আমাদের এত কেন অবিন্যস্ততা
আমাদের এত কেন কপটতা
আমাদের এত কেন হীনমন্যতা
আমাদের এত কেন বিভেদপন্থা
আমাদের এত কেন দাসমনোভাব
আমাদের এত কেন পরনির্ভরতা

আমাদের ভাষাপ্রেম কি দেশপ্রেম নয়?
আমাদের ভাষাপ্রেম কি মানবপ্রেম নয়?
আমাদের আদি-উৎস ও সৃষ্টিধারা আছে
আমাদের আছে নিজেদের বাঁচানোর জিয়নকাঠি।

আমরা আরও উন্মীলিত হতে পারি
আমরা আরও উন্মোচিত হতে পারি
আমরা আরও প্রাণময় হতে পারি
আমরা আরও দৃশ্যমান হতে পারি
আমরা আরও পুনর্গঠিত হতে পারি
আমরা আরও গর্বিত হতে পারি
আমরা আরও নির্ভীক হতে পারি
আমরা আরও অবিভাজ্য হতে পারি
আমরা আরও প্রত্যাশী হতে পারি
আমরা আরও পরিব্যাপ্ত হতে পারি।

রাগতে পারছি না

পাকিস্তান আমলে
বাইশ পরিবারের সদস্যদের গালে
চিকচিক করা চর্বি দেখে
আমরা রেগে গিয়েছিলাম।

আর এখন সে রকম কত পরিবার!
শুধু গালে নয়–
তাদের পাছায় ও শরীরের ভাঁজে ভাঁজে চর্বি
ত্যালত্যালে-কুতকুত-নাদাপেটা
হোঁদল চেহারা!

তারা গ্রীষ্মকালে কোট-প্যান্ট পরে থাকে
বিদ্যুৎহীন শহরে–
তাদের গ্রীষ্মকাল নেই–তাদের সবসময়ে শীতকাল
কুম্ভকর্ণের ঘুম তাদের চোখে!

আমরা যারা শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের ব্যবধান বুঝি
শ্রমে-ঘামে নাস্তানাবুদ
গরমে একশা হয়ে যাই
বিদ্যুৎহীন অন্ধকারে
ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে থাকি
বুককাঁপা কষ্ট নিয়ে থাকি
জ্বরে গায়ে জল ঢেলে বাঁচি
নিদ্রাহীন থাকতে থাকতে স্বপ্নজাল ছিন্ন হয়ে যায়
পুঁইয়ে পাওয়া মানুষ হওয়ার পরও–
আমাদের আজ ক্ষোভ নেই!

আমরা রাগতে পারছি না–
রোষবহ্নি ছড়ানো-তো দূরের কথা
দাঁত কিড়মিড় করতে পারছি না
রাগে গজ্‌গজ্ করতে পারছি না নিজের ভেতরও!
আমরা কি এখন বোধশক্তিহীন হয়ে যাচ্ছি?

জন্তুরা

মাংসাশী জন্তুরা অস্ত্রাঘাত থেকে
মুক্ত থাকবার জন্য–
বর্ম পরে, ধর্ম নিয়ে ওরা টানাটানি করলেও
কপোতের আচরণ পাবেনা কখনো।

ওরা মস্তকহীন জন্তুর দেহ নিয়ে বেঁচে থাকে
গৌরবর্ণ তিতির পাখিরা জানে–
মাথার খুলিতে তৈরি হয় কীভাবে রক্তের পাত্র।

কদম ফুল ও খেজুর গাছের রস
দু'চক্ষের বিষ,
জমিদারি টেনে মধ্যযুগ নিয়ে আসে
বিকৃত প্রভাব নিয়ে দাঁত কনকন করা তীব্র বিষবোধ
কুৎসিতভাবে ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে তুলছে

গাছের মুকুল ও ফলের গুটি নষ্ট করে ফেলে
বাগানে ওদের লোমশ পা।

বিস্ময়

মুক্তিযুদ্ধ কি কোনো নেমপ্লেট?
চেয়ারের লোক বদলালেই বদলে যাবে?
জাদুকর জাদুদণ্ড দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলবে
ইতিহাস, ঘটনা ও দৃশ্য?
ইচ্ছেমতন দেখাবে এক পর্ব থেকে এক পর্ব!
সর্প কামড়ে কি মুক্তিযুদ্ধ মারা যায়?
এতলোকের রক্ত!
এতলোকের ত্যাগ!
এতলোকের উৎকণ্ঠা!
এতলোকের জিজ্ঞাসা!
এতলোকের ঔৎসুক্য!
এতলোকের চিত্ত!
এতলোকের প্রত্যয়!
এরপরও কি অভিসন্ধি নেই, আছে–
মাছে, রাজকীয় মাছে বার বার গিলে খেতে চায়!
তবুও একাই মুক্তিযুদ্ধ কী বিস্ময়ে নিজেকে বাঁচায়।

চুরি করা শিশু মনে করে কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধকে

মন্ত্রণালয় থেকে যায় পটপরিবর্তনের পরও
কিন্তু সেই মন্ত্র নেই!
ঐকতান সঙ্গীতে একসঙ্গে ধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে না–
রেডিও-টিভিতে ব্যবহৃত ধ্বনিতরঙ্গ নির্দিষ্ট মাত্রা ছেড়ে যাচ্ছে
চুরিকরা শিশু মনে করে কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধকে
যা খুশি বোল শেখানো হচ্ছে তাকে!

খসখসে হয়ে ফেটে যাওয়া চামড়া দিয়ে
আমাদের ইতিহাসের পাতা মোড়ানো হচ্ছে–
ছাপাখানার ভূতের সাথে সাথে অন্যান্য ভূতও তৈরি হচ্ছে!
মুক্তিযুদ্ধ আজ খেলায় পরিণত?
খেলোয়াড়ের চোয়াল বসে যাওয়ার পরও
রুটি-মাংস-পনিরের লোভে তারা খেলছে!

আমাদের গৌরবের পরিচয়বাহী মুক্তিযুদ্ধ
খাপছাড়া অবস্থায়–
বার বার বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে।

ইতিহাসের আগামী

ড্রেন থেকে উঠে এসে ক্রেন পেয়ে ওরা
অরণ্যের ভেতর মুক্তিযুদ্ধকে ফেলে দিয়ে আসে!
ইটচাপা দিয়ে
জল্লাদের দস্তখত নিয়ে
ভাবে মুক্তিযুদ্ধ শেষ! থাকবে না অবশেষ!
বলদর্পী হয়ে শুধু হাসে
এরপর মদ-গাঁজা খেয়ে পাগলামী!
ইটের ভেতর অদৃশ্য অল্পবিস্তর জায়গায়
মুক্তিযুদ্ধ ঘাসফুল হয়ে ফুটে থাকে!
এরপর রয়েছে ইতিহাসের আগামী।

মৃতকল্প

শিয়াল শিকার করতে পারে না
কিন্তু শিকার করছে মুক্তিযুদ্ধকে!

মুমূর্ষু ব্যক্তির গলায় যেমন অস্বাভাবিক ঘড়ঘড়শব্দ
—শোনা যায়,
তেমনি মুক্তিযুদ্ধের নাভিশ্বাস!
এমন কি মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে কর দিতে হচ্ছে!

স্বল্প স্বল্প করে মৃতকল্প নেওয়া হচ্ছে—
প্রস্তরনিক্ষেপে হত্যা করা হবে?
অবশেষে সমূহ বিনাশ! নিমীলিতচক্ষু!

GRONTHO.COM

গৌরবের মুক্তিযুদ্ধ

আমাদের গৌরবের জায়গায় মুক্তিযুদ্ধকে অগ্রগন্য রেখে
সহজাত হতে পারছিনে,
পূর্বপুরুষের প্রজন্ম থেকে নব প্রজন্ম ধরে সেই বোধে
অভিষিক্ত হতে পারছিনে!
আমাদের এত অক্ষমতা? দুর্বলতা?

সংকোচনের ছায়া থেকে বের হয়ে বীক্ষণের সর্বনামে
পরিস্ফুট হতে পারছিনে,
মূর্তিমান শয়তানের সংস্পর্শ থেকে ইতিহাস বাঁচানোর দায় নিয়ে
তৎপর হতে পারছিনে!
আমাদের এত ভীরুতা? কাপুরুষতা?

জাহাজের খোলের ভেতর থেকে বের হয়ে সম্মিলিত স্বরে
ঐকতান হতে পারছিনে,
বিভেদ-সংঘর্ষের ভেতর থাকতে থাকতে নিজেরা প্রশস্তচিত্তে
মিত্র-বন্ধু হতে পারছিনে!
আমাদের এত স্বার্থপরতা? সংকীর্ণতা?

আঘাতের পর আঘাতে হয়েছি পর্যুদুস্ত
শক্তিশালী হতে পারছিনে,
সূচিভেদ্য অন্ধকারে অস্পষ্টতা নিয়ে
স্বত্ত্বান হতে পারছিনে!
আমাদের এত অপরিপক্কতা? অধিকারহীনতা?

অন্তর্জ্ঞান না থাকার ফলে কোনো অনুভব নেই
উন্মিলিত হতে পারছিনে,
শহীদের দৃকশক্তি নিয়ে আমাদের দর্শানুভূতি নেই
প্রভাময় হতে পারছিনে!
আমাদের এত ক্ষীণদৃষ্টি? এত শীতলতা?

রুখে দিব, বাঁচাবো মুক্তিযুদ্ধ

যারা ছিল পালিয়ে দূরের আস্তানায়
যারা ছিল লুকিয়ে পর্বতে গর্তে গর্তে
যারা ছিল গহন অরণ্যে মরা পাতা
যারা ছিল গ্রহদোষে দুষ্ট এক ছায়া
যারা ছিল কলঙ্কের কালো কোনো চিহ্ন
যারা ছিল বোধের অতীত অমানুষ–

তারা আজ পথে এসে দাঁড়ায় সম্মুখে
তারা আজ যেখানে সেখানে হাঁটতে থাকে
তারা আজ উঁচিয়ে ধরেছে জং-ছোরা
তারা আজ ককটেল ফাটায় সশব্দে
তারা আজ সাপমৈত্রী নিয়ে ফণা তোলে
তারা আজ পোড়ানোর গন্ধে মাতোয়ারা

ঘর তকতকে করছে, থাকবে না
পুকুরের জল তকতকে করছে, থাকবে না
শহীদের স্মৃতিচিহ্ন তকতকে করছে, থাকবে না
শিশুদের মাঠ তকতকে করছে, থাকবে না

এরা, পরাজিত বর্জ্য, শুধুই দুর্গন্ধ বের হয়
এরা, ক্ষুধার্ত শকুন, খাবলে মাংস খায়
এরা, পরাজিত শত্রু, পরাজয়ের গ্লানি মুছতে হিংস্র-শ্বাপদ
এরা, ছিটগ্রস্ত লোক, লণ্ডভণ্ড করে শস্যক্ষেত
এরা, মিথ্যেবাদী, ইতিহাসের পাতায় অন্য পৃষ্ঠা জুড়ে ফুঁড়ে দেয়
এরা, মায়াবিনী, ধর্মের অপব্যবহারের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে
এরা, জন্তুজাত, ধাতুনির্মিত ছাঁচের মধ্যে সবাইকে বন্দী করতে চায়

আমরা এখন কী করবো?

মৃতপ্রায় বনের উদ্ভিদ নই আমরা
রুগ্ন-জীর্ণ ছায়া নই আমরা
শক্তিহীন নষ্ট কোনো যন্ত্র নই আমরা
ক্লান্ত কোনো ভ্রষ্ট পথহারা নই আমরা
মাটিহীন শস্য নই আমরা
ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের নাগরিক নই আমরা
দম দেওয়া ঘড়ি নই আমরা
জলে পড়া কোনো অসহায় নই আমরা
ক্ষীয়মান ঐশ্বর্যের লোক নই আমরা

এসো, ঘরের বিবাদ মিটিয়ে উঠে পড়ি
এসো, ডুগডুগি না বাজিয়ে নিজেদের তৈরি করি
এসো, গৌরবের আবরণ খুলে উজ্জ্বলতা তুলে ধরি
এসো, যুথবদ্ধ হয়ে ভগ্নদশা দূর করি
এসো, সর্বগ্রাসী বিপদের ছায়া দূর করতে লড়ি
এসো, শহীদ জননীর শেষ বাণী নিয়ে বাঁচি নয়তো মরি

মৌতাতে না মজে আমরা বাঁচাবো মুক্তিযুদ্ধ
রুখে দিব রুক্ষ-চুলের জট-বাঁধানো হত্যাকারীদের
জলস্রোতের কলকল শব্দে আবারো আমরা জাগবো।

GRONTHO.COM

কালজ্ঞানে দিগন্তরেখা আনো

মুক্তিযুদ্ধকে লুকিয়ে রাখো কেন?
প্রকাশ্যে আনো। মুক্তিযুদ্ধের শক্তি জানো?

শুভ্র করো—কালিঝুলি মুছে ফেলো
সরাও ক্লেদ ও কলুষতা
বিবর্ণতা এতটা কেন?
উজ্জ্বলতা আনো। মুক্তিযুদ্ধের শক্তি জানো?

বিষাদমগ্নতা ঝেড়ে ফেলো
রেখোনা মর্মপীড়া ও সন্তাপ
পরিবেদনা এতটা কেন?
আত্মজ্ঞান আনো! মুক্তিযুদ্ধের শক্তি জানো?

পরিস্রুত হও। ঝকঝকে করো।
পরিশুদ্ধি খুঁজে নাও।
আচ্ছন্নতা এতটা কেন?
শিহরনে ব্যাপ্তি আনো! মুক্তিযুদ্ধের শক্তি জানো?

সম্পর্ক স্থাপন করো
নিজস্ব স্পন্দনে জেগে ওঠ
বিচ্ছিন্ন এতটা কেন?
প্রাণশক্তি আনো! মুক্তিযুদ্ধের শক্তি জানো?

শস্যক্ষেতের দিকে তাকাও
বন সৃজন করো।
অন্নাভাব এতটা কেন?
শস্যের বীজ আনো! মুক্তিযুদ্ধের শক্তি জানো?

নদীর দিকে আঁখিপাত করো
শধু শধু বালুবেলা।

শুষ্কতা এতটা কেন?
জলের প্লাবন আনো! মুক্তিযুদ্ধের শক্তি জানো?

বর্বরতা-উৎপীড়ন ভুলিনি!
হিংস্রতার দৈর্ঘ্য বেড়েছিল-
নির্মমতা এতটা কেন?
সত্যের আকুলতা আনো! মুক্তিযুদ্ধের শক্তি জানো?

বিহ্বলতা কাটিয়ে
আত্মপ্রত্যয় খুঁজে নাও।
ভগ্নহৃদয় এতটা কেন?
আত্মনির্ভরতা আনো! মুক্তিযুদ্ধের শক্তি জানো?

ধারাক্রমে মহাকাল!
আকাশপ্রান্ত দেখো
জড়ত্ব এতটা কেন?
কালজ্ঞানে দিগন্তরেখা আনো! মুক্তিযুদ্ধের শক্তি জানো?

GRONTHO.COM

বরফের মধ্যে

থোকা থোকা চাপচাপ বরফের মধ্যে
প্রিয় মুক্তিযুদ্ধ জমে যাচ্ছে
সেইসাথে আমাদের পা সকল জমে যাচ্ছে
আমরা এগুবো কীভাবে?

গোল্ডেন হ্যান্ডশেক করে এই আয়ুষ্কালে ছেড়ে দেব
শত্রুদের হাতে স্বাধীনতা?
আমাদের তাপশক্তি নিয়ে পাপস্রোত স্ফীত হচ্ছে!

পুনরুদ্ধারের জন্য–
এই চৈত্র মাসে তেতে উঠছি না কেন
সূর্যশক্তি নিয়ে,
দাহদিন দগ্ধ করে নিজ বিবেককে।

পূর্বপুরুষেরা

পূর্বপুরুষেরা শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য
মধ্যরাত থেকে ভোরবেলা জেগেছিলেন।
প্রাতভ্রমণের সময়ে দুর্দিনের কুকাল
পায়ের তলায় রেখে–
শুভসকাল এ হাতে তুলে দিয়েছিলেন।
ওয়েটিংরুমে না বসে গতিপথে অস্থির হয়ে
আয়ুপরমায়ু দান করে–
নিজেরা গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন
যেন মূলভূমিতে নিঃশ্বাসের কষ্ট না হয় আমাদের
পকেটমারের পকেটঘড়িতে আটকা না পড়ি
ভবিষ্যৎ যেন ঘোড়ার মতন টকবগিয়ে চলতে থাকে।

জন্মান্ধ পশুরা

জন্মান্ধ পশুরা আজ
জন্মান্তর পেয়ে–
চোখ খুলে তাকাতে পারছে!

জবান ছিল না মুখে
তারা আজ কথা বলছে প্রকাশ্যে,
ওদের দেহটা থেকে পুরনো ভোটকা গন্ধ যায়নি
জামা জবজব করছে
পুটুলি থেকে খুলছে যেন পুঁজ।

যাদুর বাঁশীটা বাজালেও
ওদের জিগিরের সাথে
জালিয়াতি ধরা পড়ছে।

চাঁদোয়ার ঝালর দিয়ে তৈরি করছে
দাস বানানোর সর্বনাশ।

বর্জ্যপতি

বাতিল গোমূত্র থেকে তৈরি রং তোর গাত্রে
তোর দিকে তাকালে চোখের ক্লেদ বাড়ে
এইখানে তোর স্থান নেই
কোকিল গানের আসরে তুইতো বেমানান,
অথচ বসার জন্য দিয়েছে কাহারা পিঁড়ি
তেলেভাজা পিঁয়াজও খাওয়াচ্ছে
তোকেসহ তোর রক্ষাকারীদের দেই মুখভর্তি থুথু।
পাহারায় পাহাড় তৈয়ার করে
রক্ষা করতে পারবে না কেউ,
পিঁপড়েরা তোকে ঘেরাও করছে, কামড় বসায়–
মানুষেরা বোধবৃক্ষ নিয়ে
তোর থেকে বহু হাত তফাৎ থাকছে
তুই পরিহারযোগ্য এক বর্জ্যপতি।

স্বর্ণশোভা

চড়া দামে আর ঘামে, রক্ত
প্রবহমানতা
স্বাধীনতা। ত্যাগ–
এতটা করেছে
এখানে মানুষ
তবু ছাপ নেই, খাপ খোলা তলোয়ার
কাটে কুচি কুচি
সেই স্বাধীনতা, .
রুচি ছাড়া শত্রুদের সখ্য নিয়ে মৈত্রী,
সিঁড়িতে পা রেখে
যাই, যেখানে সেখানে যাই,
চটি জুতো পরে
যাই, যেখানে সেখানে যাই
এভাবে হারাই–
স্বর্ণশোভা ফসলের দীপ্য স্বাধীনতা।

মুক্তি

মুক্তিযুদ্ধ, তোমাকে বাঁচিয়ে আমরা বাঁচতে চাই
কেননা আগুনে পুড়ে পুড়ে অঙ্গীকার
রক্তবর্ণ স্বর্ণ–
যা কিছু গচ্ছিত আমাদের ইতিহাসে, মানবিক
উত্থানে উন্মুখ, তা জোরালো জোর শিরদাঁড়া
মুক্তিযুদ্ধ, উঁচু হয়ে দাঁড়ানো এখানে।
যদি ধুলোপথে ক্রমাগত
তোমাকে হারাই–
তবে মুক্তিযোদ্ধা তাঁর হারাবে গৌরব
বোনের সম্ভ্রম হারানো আঁচলে জ্বলবে আগুন
পিতার কবর চিহ্নহীন হবে অশ্বপায়ীর আঘাতে
মাতা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে শিয়রে অসুস্থ
হবে, দীর্ঘকাল–
পৃথিবীর মুক্তিপাগল মানুষ, আগল ভেঙেই
বলবে, জয়ী হওয়ার পরে হয়েছো তোমরা পরাজিত,
শহীদের রক্তদেয়া স্বপ্ন ব্যর্থ হলে
জোনাকী পর্যন্ত ব্যঞ্জনায় আলোহীন হয়ে পড়বে
ইতিহাস চেতনায় পড়বে দেয়ালী পলেস্তারা,
আগামীর চোখ–
বিভ্রান্তির কুয়াশায় কিছুই ঠাহর
করতে পারবে না।
এতবড় ঐক্য নিয়ে গণঐক্য, এত আশা
ভাষা পেয়েছিল, তা কি মূখ
হবে স্তব্ধতায়? মুক্তিযুদ্ধ কতটুকু থাকে আজ শুদ্ধতায়?
বিবেকী উত্থানে জেগে উঠি আজ, বলি–
মুক্তিযুদ্ধ, তোমাকে বাঁচিয়ে আমরা বাঁচতে চাই।

অবশেষ

অবশেষ শেষ হয়ে যাবে
আজ। যেটুকু ছায়ায় মায়া ছিল
দস্যিহাতে নষ্ট হয়ে যাবে

যতটুকু ছিল
জমির ফসলমুখী স্বপ্ন, তা লুণ্ঠিত
হবে, এইদিনে—

যেভাবে চলেছে ঘোড়াগাড়ী
,আর সহিসের কাণ্ডজ্ঞানহীন
পরিচালনা, তা আজ
ভ্রান্তপথে শ্রান্ত করে ছাড়বে

এইবেলা কোন্ বেশ নিয়ে আছি?

এইখানে

আমাদের আবার দাঁড়াতে হবে
এইখানে
একাত্তরে—
কতটুকু রক্ত ছিল যুদ্ধে?
কতটুকু কান্না ছিল যুদ্ধে?
কতটুকু দুঃখ ছিল যুদ্ধে?
কতটুকু পণ ছিল যুদ্ধে?
কতটুকু ত্যাগ ছিল যুদ্ধে?
কতটুকু আশা ছিল যুদ্ধে?
কতটুকু স্বপ্ন ছিল যুদ্ধে?
আমাদের আবার দাঁড়াতে হবে
এইখানে
একাত্তরে—
নত হতে হতে কোনখানে?
পিছে যেতে যেতে কোনখানে?
ভুলে যেতে যেতে কোনখানে?
ভীরু হতে হতে কোনখানে?
আমাদের আবার দাঁড়াতে হবে
এইখানে
একাত্তরে—
অঙ্গীকারে জঙ্গী হতে হবে
সাহসে সাহসী হতে হবে
আমাদের আবার দাঁড়াতে হবে
এইখানে
একাত্তরে—
একাত্তরে বেঁচে থাকবে জীবন
একাত্তরে বেঁচে থাকবে শিশুরা
একাত্তরে বেঁচে থাকবে কল্যাণ
একাত্তরে বেঁচে থাকবে স্বপ্নেরা
একাত্তরে বেঁচে থাকবে অতীত
একাত্তরে বেঁচে থাকবে আগামী
আবার আমাদের দাঁড়াতে হবে
এইখানে
একাত্তরে—

মুজিবের রক্তধারা

শিশুর আধোবোলের সঙ্গে মুজিবের নাম
উচ্চারিত হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়
সেই শিশু বড় হয়ে দেখে
মুজিবের নাম কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কণ্ঠস্বর থেকে,
সেই সঙ্গে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে
তারুণ্যের স্বপ্ন,
ঘর তৈরি করবার জন্য যে উষ্ণতা থাকে
তা হারাতে হচ্ছে।
মুজিবের নাম শুনে কারা ভয় করে
যারা পদ্মফুলের মতন স্বাধীনতা
অপবিত্র আর নষ্ট করে দিতে চায়,
মুজিবের নাম শুনে কারা ভয় করে
যারা একাত্তরে মা ও বোনের সম্ভ্রম দস্যু হয়ে
লুণ্ঠনের ঘৃণ্য পাশবিকতায় উল্লাস করেছে,
মুজিবের নাম শুনে কারা ভয় করে
যারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে হায়
দুই কুকুরের নিছক কামড়াকামড়ি বলে ভেবেছিল,
মুজিবের নাম শুনে কারা ভয় করে
যারা বিরোধকে বিরোধিতায় নিয়ে
বার বার হাওয়ায় বদলায় নিজের পালক,
মুজিবের নাম শুনে কারা ভয় করে
যারা বীজকোষ নষ্ট করে দিয়ে ফলাচ্ছে দুহাতে
বাতিল আগাছা,
মুজিবের নাম শুনে কারা ভয় করে
যারা পরজীবী বণিকের সহযোগী হয়ে
শিকেয় রক্ষিত ঘি পাচার করে দিচ্ছে অন্য হাতে।
আজ কৃষক, শ্রমিক, শ্রমজীবীদের কণ্ঠে কণ্ঠে
নিনাদিত হোক মুজিবের নাম–
স্বাধীনতা রক্ষণের জন্য যদি দাঁড়াই এখনো
মুজিব এসে দাঁড়াবে সম্মুখে,

শত্রু রুখবার জন্য যদি দাঁড়াই এখনো
মুজিব এসে দাঁড়াবে সম্মুখে,
হারানো অধিকার আদায়ের জন্য যদি দাঁড়াই এখনো
মুজিব এসে দাঁড়াবে সম্মুখে,
বাঁচবার অধিকার আদায়ের জন্য যদি দাঁড়াই এখনো
মুজিব এসে দাঁড়াবে সম্মুখে।
স্বাধীনতা সংগ্রামের কয়েক বছর পর আজ
মায়ের নিজস্ব কোলে স্বপ্ন দেখে শিশু জেগে ওঠে
সেই শিশু-কণ্ঠে উচ্চকিত হোক মুজিবের নাম
কেননা উত্তরাধিকারের অধিকারে থাকে মুজিবের রক্তধারা–
আগামীর চোখ তাই মুজিবের চোখ।

GRONTHO.COM

গৌরবের সকালবেলা

সেই সকালের কথা মনে পড়ে আজ
তারা পরাজিত হলো উত্থানের কাছে

বিজয়ের আনন্দে পাতারা জেগেছে

তারা আজ মাটি পেয়ে নাচে
আরো হিংস্র হয় নরান্নের
সমূহ বিষয়ে

ফুল ও ফসল কুটে কুটে খায়

আবারো কি ফিরে যেতে হবে
গৌরবের সকাল বেলায়?

স্বাধীনতা তুমি পরাধীন হয়ে যাচ্ছো

মুক্তিযুদ্ধ, তোমাকে ভুলেছি
এতটা ভুলের জন্য এতটা বিনাশ
গৌরবের টিপ নিয়ে সন্তানেরা হেঁটেছিল মাঠে
আর সামনের পথে। সেই পথ ভুলে
খুলে দেওয়া হয়েছে শত্রুর
স্রোতমুখী নদী, পালহীন-দাঁড়হীন-মাঝিহীন নৌকা নিয়ে
স্বাধীনতা তুমি পরাধীন হয়ে যাচ্ছো।
মুক্তিযুদ্ধ, তোমাকে নির্মাণ
করে–আত্মত্যাগে আত্মবির্সজনে আত্মগরিমায়
স্বপ্ন তাপ পেয়েছিল, ফুটে উঠবে ফুল
কিন্তু বৃন্ত কেটে নেওয়া হচ্ছে–
বাগানের মালি হত্যা হলো তার আগে
ট্রাজেডির শোকবাহী পতাকায়
ছেয়ে গেল গোটা দেশের সবুজ–
কিন্তু এত শোক শুধু দখলে দখলে
থেকে স্তব্দ হবে? নাকি জ্বলে জ্বলে পোড়াবে আগাছা?
মুক্তিযুদ্ধ, তোমাকে আবার ফিরে চাই
মুক্তিযোদ্ধাদের জয়গানে–
জয়ধ্বনি নিয়ে তোমাকে বাঁচাতে চাই।

বিভেদ

তখন ছিল কি এত বিভেদ বিচ্ছিন্ন
মানুষ। অথবা
দলাদলি কোনঠাসা করা
খেলা। একজন একজনের জন্য কি
কাঁদেনি, বাড়িয়ে দেয়নি হাত?
অসুস্থ শিয়রে গিয়ে দাঁড়ায়নি কোনো
প্রতিবেশী? তবে–
আজ কেন দূরে দূরে থাকা,
পয়সার চকচকে লোভে
ভাইয়ের হাতে ভাই খুন হয়ে যায়।
মিলিত বিন্যাসে
রক্তের ভেতর–
জ্বলে ওঠা স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল,
আজ এই কাঁটাবন থেকে জেগে বাঁচবার জন্য
সবাই সবার হাত ধরে ঝুঁকি নিয়ে
ঝাঁকি দেইনা কেন?

ঘাস

রক্তে যে ঘাস ভিজেছিল
সেই ঘাস মাড়িয়ে যাচ্ছে কারা?
আন্দোলিত ঘাস–
রক্তের সঙ্গে একাকার হয়ে
জন্মভূমির বুকে
চির সবুজের
সবুজাভ ছায়ায় মায়ায় বেঁচে থাকে।
ঘাস দলিত-মথিত করে
খাকী পোশাকের লোকেরা সেদিন
ছাউনির ছায়া ফেলেছিল,
পারেনি অমাবস্যার রাত দীর্ঘ করে
এইখানে–
উদিত সূর্যের আলো-বিকিরণ থেকে
বঞ্চিত করতে আমাদের।
রক্তে যে ঘাস ভিজেছিল
সেই ঘাস মাড়িয়ে যাচ্ছে কারা?

একাত্তরের রঞ্জু

রমনার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে হঠাৎ
তাঁর সাথে দেখা! গাছগুলো পাতাশূন্য
ধুলোমাখা হাওয়ায় আর গাড়ীর ধোঁয়ায়
আক্রান্ত নিঃশ্বাস নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম
অফিস ফেরত একজন।

সেই আমাকেই দেখে হাত বাড়িয়ে বললো–
কেমন রয়েছো?
আমি চিনতে পেয়েও ভড়কে গেলাম
এই সেই রঞ্জু?
কিশোর বয়সে যার উদ্দাম স্রোতের কাছে
ব্রহ্মপুত্র নদী হার মেনেছিল!

ঠাণ্ডা হাওয়ায় সকালবেলায় খালি গায়ে
হেঁটে গিয়ে পৌঁছেছিল ক্যাম্পে
শীতের মৌসুম যেন হার মেনেছিল!

গুলি আর খুলি একাকার দেখেও সাহসী ছিল
যুদ্ধজয়ী হতে
গানের গুঞ্জনে মৌমাছির মতন একাগ্র থেকেছে।

সেই ছেলে এখন বয়স্ক বলা চলে
আমি বললাম–
কী খবর? খবরের কথা বলতেই
রঞ্জু বললো–আছি।
কেমন রয়েছে? যে কিশোর
যুদ্ধে অংশ নিয়ে ভেবেছিল–
'জীবন মানেই স্বদেশ, স্বদেশ মানেই জীবন'।

একাত্তর

পারেনি বলেই ছাড়েনি এখনো
ওরা–
একাত্তরের ক্ষতিকর পদার্থ ছিটিয়ে
নিসর্গকে করেছিল
বিবর্ণ,
ক্লোরোফিল চুরি করে আজো
বানায় বণিক
ভুরিভোজ-খাদ্য।
তারা–
শত্রুতার কালো পিঠ দিয়ে
ঠেকিয়ে রাখছে ক্রমাগত
আমাদের রক্তের সাফল্যে
গড়ে ওটা জলজ নদীর
গতি ও বিকাশ,
সেজন্য
সতর্ক হতেই হচ্ছে–
যদি হাতে না নিতেই পারি
শত্রু হননের
অস্ত্র,
তবে ব্যর্থতার দহনে ও সহনে
কী করবো এবেলা আমরা?

উন্মাদ

পাগলা গারদে শিক ধরে উন্মাদেরা
থাকে, কামড়া-কামড়ি করে
হি-সি করে বেখেয়াল, তার
চেয়ে বড় বড় উন্মাদেরা সচেতন পাগলামো
নিয়ে প্রতিদিন
মানুষের মৌল অধিকার করে চূর্ণ
পূর্ণ করে হিংস্রতায় বেড়ে ওঠা আশা
লোহা হার মানে,
নাচে আর গানে–
শক্তিধর অধিরাজ, প্রকাশ্যে পরেছে
সাজ, কাজ শুধু
যুদ্ধ-যুদ্ধ-যুদ্ধ
তাদের রাখার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে
চাই, চাই, চাই–
আলাদা গারদ, পারদ করিয়ে রাখা যায় যেন।

মুক্তিযুদ্ধ অগ্নিপ্রভা হয়ে বেঁচে আছে

GRONTHO.COM

যুদ্ধ

আমরা দাঁড়ালে যুদ্ধ হবে
নইলে হবে না–
এই যুদ্ধ শুদ্ধ জল পিপাসার জন্য
এই যুদ্ধ প্রপীড়িত মানুষের জন্য
এই যুদ্ধ স্বচ্ছ নীল আকাশের জন্য
এই যুদ্ধ খুর দ্বারা আহত লোকের জন্য
এই যুদ্ধ সুষম সবুজ বন্টনের জন্য
আমাদের দাঁড়াতে হবে দ্বিধাহীন
যুথবদ্ধ দলবদ্ধ হতে হবে
চুপচাপ ধীর থাকা যাবে না এখন

প্রতারক সন্ধ্যাতারা দেখে লাভ নেই
এখন বিষম বায়ু বিষময়
এখন গাছের ফল নষ্ট
এখন পতন পাতনের শব্দ বাড়ে
এখন পতিত জমিতে পচনশীল গাছের গোড়া
এখন চক্র নাভিতে ঘাতক ঘা
এখন বড়শীতে আটকানো জলের মাছ
এখন অধিকারের কল্যাণী অঞ্চল তুষ দিয়ে ঢাকা
এখন প্রবল জোয়ারের জোর বাধাগ্রস্ত বাঁধে
এসময়ে তুমি
তলদেশ থেকে উঠে এসে দাঁড়াও
শত্রু অধ্যুষিত এলাকায় পা বাড়াও
দামামা বাজুক–
শিথিল শিরায় উষ্ণ রক্ত প্রবহমান হোক
আমরা দাঁড়ালে যুদ্ধ হবে
শত্রুরা পালাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে
অতঃপর আমাদের কারুকার্যময় সজ্জিত বিকাশ।

মগের মল্লুক

দেশটা কি মগের মুল্লুক হয়ে গেল?

যে কেউ এসেই–
থামিয়ে ট্রাফিক,
চলাচল বন্ধ করে দেয়
যাতায়াত শুরু করে প্রধান সড়কে
একাই এক'শ–
রাতারাতি ভর করে কোন্ ভরসায়?

দেশটা কি মগের মুল্লুক হয়ে গেল?

গিঁঠ খুলে পিঠ না ঠেকিয়ে
যা চায় তা পায়
লুটেপুটে খায়,
ঝোলাঝুলি পূর্ণ করে অপূর্ণ রাখে না
মনের বাসনা।

দেশটা কি মগের মুল্লুক হয়ে গেল?

এদিকে অন্যান্য প্রজাকূল কূলহীন
অবস্থায় থাকে,
খেয়ালে দেয়াল দিয়ে রাখে না মোটেই
বেখেয়াল তারা
বাড়াবাড়ি করে আড়াআড়ি নেই।

দেশটা কি মগের মুল্লুক হয়ে গেল?

বিভাজনের ইতিহাস

পানির ট্যাপ থেকে জল পড়ছে!
জলের ট্যাপ থেকে পানি পড়ছে!
এই নিয়ে কুঁদুলেপনায়–জনায় জনায়
দিনদগ্ধা হয়ে থাকলাম
এরমধ্যে যারা জল পাওয়ার–জল পেলো
এরমধ্যে যারা পানি পাওয়ার–পানি পেলো।

ঝাঁটাঝাঁটি থেকে কাটাকাটি হলো
হাড়মাস কালি করা অবস্থায় বেঁচে থাকলাম
একবিন্দু তৃষ্ণা মিটাতে পারলাম না–·

পিপাসাকাতর বুকে পাথর বসিয়ে রাখলো কারা?

GRONTHO.COM

মোড়ল

ওরা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে চাতালে
ক্রমাগত গ্রাস করে জিরাফের মত
সবুজ সবুজ–
খাকী রং মেলে ধরে সব রংয়ের বিপরীতে
দীর্ঘ অমাবস্যা দীর্ঘ করে চোরাগোপ্তা পথে
টানে, কতভাবে নিয়ে যায়
নাড়ী ধরে টানে।
কিন্তু তারা কি কখনো জানে?
ভেসে যাবে আগামীর বানে!
মানে না গাঁ আপনি মোড়ল–

শত্রুরা আসছে

ভীষণ সর্তক হতে হচ্ছে
গিরিগুহা থেকে, গোপন আস্তানা থেকে
                    শত্রুরা আসছে
শঙ্কিত সন্ত্রস্ত বলে কা-কা ডাকে কাক।

শত্রুরা এসেই
বৃক্ষশোভিত উপত্যকার সৌন্দর্য হরণে মত্ত হবে,
ক্ষয়কর পদার্থ ছিটিয়ে ক্রমাগত
তামা দিয়ে মোড়া স্বাধীনতার পতাকা
ধ্বংসনীলায় পরিণত করে দিবে।

সজাগ না হলে
এমন কি বিদ্যুৎ প্রবাহে সঞ্চারিত হতে না পারলে
নিরন্ন এলাকা হতে অন্নরস শুষ্ক হয়ে যাবে
জীবকোষ দোষে দোষে নষ্ট হয়ে যাবে।

ভীষণ সর্তক হতে হচ্ছে
মারাত্মক গ্যাস-সিলিন্ডার নিয়ে শত্রুরা আসছে।

ইন্দ্রজাল

চমকে উঠি হকচকানো
সৃষ্টিছাড়া
বশীকরণ
চক্ষু হয় চড়ক গাছ!

নদীর দেহে জলের প্রাণ
কোথায় গেল?
মায়ের কোলে দুধের শিশু
কোথায় গেল?
পূণ্যতিথি নাচতে ছিল
কোথায় গেল?
শস্যদানা পাখির মুখে
কোথায় গেল?

বুনো শুয়োর দখল নেয়
খেঁকিকুকুর হাঁটতে থাকে
নেকড়ে বাঘ দাঁত উঁচিয়ে
পোকামাকড় বংশ বাড়ায়
কাঁকড়াবিছে আরাম খোঁজে
কুমির এলো পুকুর জলে।

শনিরদশা
কুলক্ষণ,
পোড়াকপাল দুঃখ বাড়ে
বিপদ ঝুঁকি
হাতে ও পায়ে,
অগতি আজ থামিয়ে রাখে।

দানবশিশু

পিছন থেকে ছুরির থাবা
ঘর ভাঙানো
ছল-চাতুরি
কুমন্ত্রণা কুমতলব
বদখেয়াল

কপটচারী বকধার্মিক
বিড়ালতপস্বী
নিকষ কালো

মনের বিষ : ফুলবাগিচা
গায়ের জ্বালা : কুঞ্জবন
চোখ টাটানো : ফুলফসল

কুড়াল মারে রগটা কাটে
মধ্যযুগ আনছে টেনে
পিছন চাকা সামনে নেবে
বিষের নখে ঘোঁট পাকানো
নেশাগ্রস্ত দ্রাক্ষারসে

পীড়াদায়ক
অসুখকর
বিষণ্নতা

অসূয়া নিয়ে দানবপশু
আগলছাড়া
বাঁধনহারা
ছটফটানি বাড়তে থাকে
চঞ্চলতা বাড়তে থাকে।

বাতির আলো নিভিয়ে ফেলে

লোমশ পায়ে হাঁটতে থাকে
পায়ের নখে পৈশাচিকতা
অমানবিক

হানাদারের আত্মা নিয়ে
পাকিস্তানি নরঘাতক
আবার আসে
সবুজ ঘাসে

মুখে একই খিস্তিবুলি
অশ্লীলতা
বায়ুতাড়িত মধ্যযুগের তাড়না নিয়ে
খেঁকিয়ে ওঠে খেঁকি কুকুর

দিনদুপুরে ঘরের মেঝে দখল নেয়
তিমির আসে সূর্য দেখি মুখ লুকায়
পাথুরে প্রাণ–
শুকনো পাতা উড়তে থাকে

মরাজলের এঁদোপুকুর
ছোঁয়াচে রোগ
গোদের উপর বিষের ফোঁড়া
হয়রানির চরণরেখা
পীড়নকারী দম্ভ নিয়ে ক্ষমতা চাখে
ঘুরণজালে আটকা পড়ে
নিরীহ যত মাছের দল

জুলুমবজি পিঠ পিটানো
খুবলে খায় আঁতুড় ঘরের স্বপ্নগুলো।

নীরবতা ভাঙতে ভাঙতে

যারা জন্মভূমি ভালোবাসে, তারা
বনভূমি থেকে বের হয়ে
সকাল বেলায় নীরবতা ভাঙে

যারা জন্মভূমি ভালোবাসে, তারা
পাহাড়ের পাদদেশ থেকে বের হয়ে
দুপুর বেলায় নীরবতা ভাঙে

যারা জন্মভূমি ভালোবাসে, তারা
গুহার ভেতর থেকে বের হয়ে
রাতের বেলায় নীরবতা ভাঙে

নীরবতা ভাঙতে ভাঙতে
জন্মভূমি : প্রলয়মেঘের ভেতর জেগে ওঠে।
নীরবতা ভাঙতে ভাঙতে
জন্মভূমি : হাঁড়িয়ামেঘের ভেতর জেগে ওঠে।

জাতির জাতীয় জনসভা

সাতই মার্চের জনসভা–
আমাদের স্বাধীনতার শিরায় শিরায় রক্তের প্রবহমান গতি
চেতনার মৌলিক ঘোষণা : 'বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়'
আজ সেরকম কোনো জনসভা নেই
নিষ্প্রাণ শিথিলে জনগণ চুপচাপ
অন্ধগলির ভেতর ঢুকে পড়ে দিশেহারা।
দৃঢ় আঙুলের ইশারায় কে বলে উঠবে
'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।'
এই এলাকার মানুষেরা দুখী
ফসলহীন কৃষক দেখছে শূন্যগোলা
সীমাবদ্ধ জলাশয়ে জীবনের নৌকো স্থির
স্বপ্নহীন চোখ–
মুজিবের চোখ নেই, তাই স্বপ্ন দেখা নেই
ঘুণধরা বাঁশের বেদনা নিয়ে বিপন্ন ঘরেতে
আজ বসবাস!
সাতই মার্চের জনসভা মানে জাতির জাতীয় জনসভা
দেশের সমস্ত মানুষের ঐক্য
সংকটের চরম মুহূর্তে স্থির অবিচল থাকা
এক কণ্ঠ থেকে সব কণ্ঠে অনুরিত হওয়া–
'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

ঐক্য

তৈরি হলো বৈরী সময়
সেই প্রতিকূলতা ঘেঁষে—সব রক্ত একখানে মেশে
পাল তুলি, বন্ধন খুলি, হাল ধরে
যাই, হাইপাই থাকে না—

আমাদের যা কিছু থাকে
সেটাতো ঐক্য—
জ্বল জ্বল করে শাণিত ছুরি ও তার ধার
কার হিম্মত আছে দাঁড়ায় সম্মুখে?

জং ধরা জাল ছিন্ন করি, রং আলাদা বলেই
অভিন্ন আমরা—
জয় হলে ক্ষয় রোধ হবে, নইলে হবেনা।

চটচটে হিংসা

পাকা ধানে মই দেয়
চারাগাছ কেটে ফেলে
ভারী দরজা খুলে বন্দুকের গুলি ছুড়তে থাকে
শুধু আমাকে দেখতে পারেনা বলে।

নীতিবোধ নেই, হাতে নেই ন্যায়দণ্ড
পীড়ায় পীড়িত হয়ে এ কোন্ যজ্ঞনাশ
কাকরূপী জম–
হিংসার দ্রব্যগুণ বাড়িয়ে তুলেছে।
নদীগর্ভের গর্তে ডোবানোর জন্য
ভয়াবহ দাঁতের দংশন!

এমন শত্রুতা–
দুধে ভাতে থাকা সহ্য হয়না
ফুলের সৌন্দর্য থেঁতলে ফেলে
পাগলা ভল্লুক হয়ে চটচটে হিংসা।

রায়ের বাজারের লাশ

১
রায়ের বাজারে চোখবাঁধা লাশ
চোখ খুলে দেখে
আজ কারা কারা
বেহুঁশ ও আত্মহারা
হয়ে পড়ে দাস!

২
রায়ের বাজারে হাতবাঁধা লাশ
বন্ধন খুলে
মারে চপেটাঘাত,
এখনো কেনবা ঘরে ঘরে
সেই অন্ধরাত,
যেন যুদ্ধের নয় মাস!

৩
রায়ের বাজারে গুলি লাগা লাশ
প্রাণ পেয়ে উঠে দাঁড়ায়
ছড়ানো ছিটানো ফুল মাড়ায়,
স্টেনের ট্রিগারে দেয় চাপ
পাতকেরা এখনো মরেনি!
মরুক–
নইলে নিজেরা মরি
দ্বিতীয়বারের মত হই লাশ।

বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের একদিন একরাত

কালাসোনা চর থেকে আমরা ফিরছি
কঞ্চিপাড়া পার হয়ে ফলিয়া পাথার
অতঃপর পৌঁছি পুলবন্দী,
রাস্তার দু'পাশ দিয়ে হৃদয়-ঝলসে
রাখা, উপচানো ভালোবাসা ঢেলে দিচ্ছে জনগণ
সে দৃশ্য মনের ফিতায় বাঁধানো হলো,
কড়াইতে খৈ ফুটানোর মতন গুলি ফুটছে
বিজয়ের আনন্দে আনন্দে,
জয়বাংলা আর জয় বঙ্গবন্ধু ধ্বনি
চারপাশ ভারী করে ইথারে ইথারে ছড়িয়ে যাচ্ছিল
কাঠের পুলটি ক'দিন আগেই পোড়ানো হয়েছিল
শত্রুর যানবাহন বন্ধ করার জন্য,
সেই পথ আজ খোলা আমাদের জন্য
আমরা পৌঁছিছি রাত্রিতে রউফ মিয়ার বাড়িতে
নবান্নের চাল দিয়ে হলো আপ্যায়ন,
কুয়াশার মধ্যে থাকে ছাপানো উষ্ণতা–
এখানে আসার আগে আর একবার যুদ্ধকরা হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো
বঙ্গবন্ধু মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবেই
স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধু একই উদ্ভিদ
একই চেতনা,
ভোরের বেলায় পৌঁছে যাবো গাইবান্ধা শহরে।

স্বাধীনতার প্রথম রেল

স্বাধীনতার কমলা রোদে যেদিন প্রথম আমাদের এলাকায় ট্রেন
চলল, সেই ট্রেনে চড়ে আমরা ক'জন
কিশোর আনন্দে ও জয়ের চোখভেজা জলে
গাইবান্ধা থেকে পৌঁছি ফুলছড়িঘাট।
ঘাটে গিয়ে দেখি স্টিমার ডুবন্ত, ফেরিঘাট ধ্বংসে নুব্জ
মানুষ নৌকোয় পাড়ি দিচ্ছে চঞ্চল গতিতে—স্বজনের সঙ্গে
মিলিত হওয়ার জন্য বা জরুরি কাজে।
ক'কিলোমিটার আসতে যে ক'টি রেল
ব্রীজ, প্রায় সবগুলো ভাঙা নড়বড়ে
লাইনের ধারে গণকবরের জীবন্ত মাটি;
রেল গেল ধীরে ধীরে যেন চোখ মেলে
দেখছে, আশ্চর্য নতুন গতি কিম্বা অনুভব করছে—
কেমন শোকের ছায়া লেপ্টে আছে চতুর্দিক।
ফিরতি পথে বোনারপাড়ায় নেমে দেখি
কয়লার ইঞ্জিনের সামনে মানুষের ভীড়,
যে ইঞ্জিনের বয়লারে মানুষকে পোড়ানো হয়েছে,
অদূরে বোমার আঘাতে রেলের বগি উল্টে আছে
রেলের দুধারে বাদিয়াখালীর বাড়িগুলো পুড়ে ছারখার।
মাত্র ক'স্টেশন ঘুরে ফিরে এসে ভাবি
এতটা পোড়ানো, এতটা মৃত্যুর, এতটা ধ্বংসের
মধ্যে দিয়ে আমাদের রেল চলছে।

GRONTHO.COM

স্রোতমুখী

ব্রহ্মপুত্র নদের পাশেই ছোট নদী
ঘাঘটের ধারে
বসবাস করতো
ভূমিহীন কিষাণের পুত্র দাসুআলী
দাস ছিল–বাসহীন অন্নহীন থেকে।
ঘন জোয়ায়ের মধ্যে ঘাই দিয়ে
জেগে উঠলো গোটা
দেশের মানুষ। তখনই দাসুআলী
নিজে নিজে বুঝ নিয়ে মনে ভেবেছিল
এইবার কালাসোনা চরে
ভূমি পাবে, জন্মভূমি জেগে
উঠেছে আবার। রাইফেল
নিয়ে গেরিলার গানে গানে, জীবনের
বানে স্রোতমুখী হয়েছিল।
সেই দাসুআলী
কোথায় এখন? কীভাবে কাটায় বেলা?

মাতৃত্ব

মাতৃভূমি থেকে মাতৃত্ব হরণ করার প্রয়াস
নিয়ে, যেসব শক্ররা এসে
বেয়নট আর
গুলিতে খুলির পাহাড় জমানো ইচ্ছে
নিয়ে, দিনরাত
কাত করে রেখেছিল ধুলোর ভেতর অধিকার
হেলাফেলা, তারা
শিশু হন্তারক
পিতা হন্তারক,
মনে আছে শক্ররা নদীর জল রক্তবর্ণ করে
সমস্ত সবুজ অন্য রংয়ে
রূপান্তর করে চিরচেনা দৃশ্য অদৃশ্য করার
জন্য এসেছিল—
সেই আঁখি আজো খুলে রাখি।

GRONTHO.COM

মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ

রাজারবাগ তুমি সেই সময়ে
রাজারবাগ হয়েও রাজার বাগ থাকলে না
জনতার বাগ হয়ে–
গুলির সামনে দাঁড়িয়ে গেলে
তোমার ফুলেরা হলো গুলিবিদ্ধ
ফুল যে কখনো কখনো বিদ্রোহী হতে পারে
সেই সময়ে রাজা জানলো
এবং
গুলিবিদ্ধ-ফুল সারাদেশে সৌরভ ছড়ালো
এমন মহিমাই মুক্তিযুদ্ধ।

একাত্তর

কড়াই তলায় ছায়ায় সেদিন
জড়ো হয়ে
ঝড়ো হাওয়ায়
পা মিলিয়ে ছিলাম কেন?
বলতে পারো বলতে পারো?
সেদিন কেন
লড়াই করার সাহস নিয়ে
দুঃসাহসে–
শত্রু পাখির ঝুঁটি ধরে ছিলাম?
বলতে পারো বলতে পারো?
দুর্বাঘাসে বিচ্ছু মেরে
হাঁটতে হাঁটতে
কোথায় গিয়েছিলাম?
বলতে পারো বলতে পারো?
বাঁচামরার প্রশ্ন নিয়ে
সেদিন কেন
যুদ্ধে গিয়ে রক্ত দিয়ে
শুদ্ধ হতে চেয়েছিলাম?
বলতে পারো বলতে পারো?

রোখে '৭১

রাক্ষুসে নদের ভাঙনে
ভাঙন এলো
দেশ ও দশের,
ভাঙতে ভাঙতে যখন সীমানা
ছাড়িয়ে যাচ্ছিল
তখন মানুষ আর স্থির
থাকতে পারেনি। থাকতে পারেনা। দম
নিয়ে ঐক্য নিয়ে
দাঁড়ায় সম্মুখে। রোখে। ভীতি
শূন্য অবস্থায়
জেগে উঠেছিল
একাত্তর, আজো জেগে থাকে।

পারবে না

তোমরা যতই টালবাহানায়, মুছে
ফেলে দিতে চাও দৃশ্যপট
পারবে না–
আমি স্বাক্ষী,
হিমপ্রবাহের মধ্যে থেকেও উষ্ণ ছিল
রক্ত–
আমি ছিলাম মুক্তক ছন্দ
মুক্তিযোদ্ধা,
গর্জে উঠেছিল এই হাতে
রাইফেল-
মানে যাবতীয় ক্ষোভ ভাষা পেয়েছিল,
বহু বছরের গ্লানি ছিল
রেখায় রেখায়
এই চামড়ায়,
মিছেমিছি হা-ডু-ডু খেলায়
মরামারি নয়
অধিকারের শস্য ছিল
এবং লুণ্ঠনের বিপরীতে ছিল
প্রতিরোধ–
সেই গৌরবের চিহ্ন নিয়ে
বেঁচে আছি আমি
পারবে না।

কালাসোনা চর

কালাসোনা চর
কালো চোখে আজো জেগে ওঠে
একাত্তরের সেই চর
কেমন ছিল?
ছিল ঘেরা নদী, ছিল শত্রু
বাঁধ ছিল সামনেই
রসুলপুরে,
পাহাড়ের শীত এসেছিল
তবু হিম হয়ে যায়নি
রক্ত,
ব্রহ্মপুত্র নদের গর্জনে
একাকার হয়েছিল
ফুলমুখী মানুষেরা
কালাসোনা চর জেগেছিল
সারারাত–
মুক্তির প্রহরায়।

নয়মাস

নয় মাস
কত মাসে তৈরি হয়েছিল?

আমাদের সমবেত সংহতি
বিঁধেছিল
শক্রদের,
কাঁটাবিদ্ধ হয়েছিল কালো হৃদপিণ্ড।

একদিন, শুধু দিন নয়, বহুদিন
একমাস, শুধু মাস নয়, বহুমাস

গণ-ভূমিকায়
ঘনীভূত
আমাদের
প্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রাম।

বধ্যভূমি

ওদের পালিয়ে যাওয়ার পর দেখছি
এই বধ্যভূমি
এক হাতে অস্ত্র, অন্য এক হাতে বিজয় পতাকা
সাবধানে পা ফেলে চলেছি
মাঠে পোতা মাইনের কারসাজি
যাওয়ার পরও শত্রুরা ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করে গেছে।

যে ঘরসমূহে শত্রু সেনাদের ছিল অবস্থান
সেইসব ঘরের দেয়ালে রক্তের ছিটানো দাগ,
কতজন বেয়নটে হারিয়েছে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস
তবুও বিশ্বাস হারায়নি।

ঝুলানো রয়েছে বারান্দায় ওড়নার কাপড়
যা ফাঁসির দড়ির বিকল্পে হয়েছিল পরিণত,
আর সেই মেয়েটির কথা ভাবতেই
হাজার হাজার পশু-পক্ষী রাত্রির নিঃস্তব্দতায়
যেন ঘৃণা আর শোকে মূক হয়ে যায়।

পাশে কিছু মাটি সরানোর পর দেখি
ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর ভাইয়ের অমলিন মুখ
যে মলিনতার বিরুদ্ধে করেছে যুদ্ধ
তাঁকে গত পরশু দিন ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল
বাদিয়াখালীর মোড় থেকে।

এইভাবে মানুষকে মাটিতে মিশানো প্রক্রিয়ায়
শত্রুদের ক্রিয়াকলাপ উন্মত্ততায়
মত্ত হাতি হয়ে দেখা দেয়।
ওরা পালানোর পরও বুকের মধ্যে ক্ষত রেখে গেছে
সেই ক্ষত নিয়ে আছি।

সবুজ

পায়ে ছিল স্যান্ডেল বা জুতো
এখন পা খালি,
মাথার উপর ছাতা ছিল আগে, আর
এ সময়ে সূর্যবেলা দেয় রোদ্রতাপ,
মা খাওয়াতেন কাছে নিয়ে
আজ ভরে উদর অখাদ্যে, অনিয়মে–
বিচ্ছিন্নতা, ক্রমাগত দূরে ঠেলে দেয়

কিন্তু অন্যদিন, সেইদিন–
শহরের ছেলে হেঁটে হেঁটে গ্রামের সবুজে
হয় একাকার–
জানে, এ সবুজ বাঁচাতে না পারলে
খাঁখাঁ হবে সমস্ত প্রান্তর
খাকী পোশাকের মধ্যে খাক হয়ে যাবে
গ্রাম ও শহরে উপস্থিত ক্লোরোফিল–

সবুজ বাঁচানো প্রতিরোধে, হাতে নেয়
আগ্নেয়াস্ত্র, আমাদের উত্তর পাড়ার
সেই ছেলে, যাকে আজো ডাকি
‘সবুজ’ ‘সবুজ’।

GRONTHO.COM

মুক্তি

মোল্লাচর থেকে কালাসোনা চর পর্যন্ত হেঁটেছে
কতদিন, বালুচর পাড়ি দিয়ে গিয়েছে উত্তরে
নদীতে সাঁতার
আঁধারের রাত শরীরে মিশানো শিহরনে
পার হয়ে গেছে শত্রু কবলিত রসুলপুরের
বাঁধ, ঠাঁই নিয়েছিল কখনো গোয়াল ঘরে
কখনো পলের পুঞ্জে, শীতকে করেছে
পরাজিত, উষ্ণ
আশায় আশায়। ভাসানো ভেলায় গেছে
উজানে স্রোতের বিপরীতে
উলিপুর। দূর নয়, জনতার কাছাকাছি থেকে
রেখেছিল হাত, রাইফেলে–
জনতার জন্যে, অরণ্যে ফুটেছে ফুল
বরেণ্যে বলেছে
তাঁকে–'মুক্তি' 'মুক্তি'।

এই আছি '৭১

রাত ভেঙে হাঁটু জল ভেঙে
মানুষের ঘুম ভেঙে শিশিরের প্রসন্নতা ভেঙে
ঝাউবন বিষকাঁটালির ঝোপ ভেঙে
রাত তিনটায়-
পৌঁছুলাম, বাদিয়াখালীর কাছে বারোজন।

আমাদের কী দায়িত্ব কাঁধে?

ব্রীজ উড়িয়ে দেবার দুঃসাহস নিয়ে
এসেছি এখানে।

শত্রুদের সংযোগ-স্থল ধ্বংস করবার জন্যে
মানুষ ও স্বপ্নের সমন্বয়ের জন্যে
ডিনামাইটের বন্ধুত্ব গ্রহণ করে
প্রচণ্ড গগণভেদী আওয়াজ নির্ভর অস্তিত্বে

পাঁচ বর্গমাইলের ঘুমন্ত স্বজনদের
জানিয়ে দিলাম, ভয় নেই, এই আছি।

GRONTHO.COM

সেই যোদ্ধা

আর্তচিৎকার শুনে সবাই যখন ভীত হয়ে
ছিল, তখনই সেই যোদ্ধা
সাহসী সমুদ্র নিয়ে তুলেছিল ঢেউ
কেউ পলাতক
পালিয়ে যাচ্ছিল,
কেউ নিরাশায়
হারিয়ে যাচ্ছিল,
এমন অবস্থা ব্যবস্থাহীন লোকেরা
উদভ্রান্ত বরফ যুগের সন্নিকটে
উপনীত হয়েছিল, সেই
দিনে উত্তরাধিকারের আপন সূত্র
পুত্র পেয়ে, রুখে
দাঁড়ানোর স্পর্ধায় নিয়েছে
ঘোড়ার এগিয়ে যাওয়া শাণিত শক্তি,
তারপর বাঁচিয়ে ও বাঁচানোর জন্যে
নিয়েছে দায় ও
দায়িত্ব, প্রাণের বিনিময়ে।

শত্রুরা আসছে '৭১

তামাটে বিকেলে রওনা দিয়েছে শত্রুদের দল
গতকাল হেঁচকা মারের ঠেলা খেয়ে
পর্যুদস্ত ফলিয়ার সাঁকো পার হয়ে আবার এসেছে
পুরনো এলাকা দখল করার জন্য
কঞ্চিপাড়া পার হয়ে রসুলপুরের দিকে–

শত্রুরা আসছে
হিংস্রতার লেলিহানে বাড়িঘর পোড়ে
যেন স্বপ্ন আটকে থাকে আজ মাঝ মোড়ে।

শত্রুরা আসছে
মানুষেরা গুলিবিদ্ধ হয়ে কাতরায়
যেন মানবতা অথৈ জলে সাতরায়।

শত্রুরা আসছে
শিশু কোলে মায়েরা দৌড়ায় আশ্রয়ের ঠিকানায়
যেন নিরাশ্রয় পাখিরা উদ্ভিদে বেদনায় কী জানায়।

শত্রুরা আসছে
নিরাপদ দূরত্ব ও দিগন্তের রেখা কমে যায়
যেন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ অসহায়।

শত্রুরা আসছে
অধিকৃত এলাকায় নিঃস্তব্ধতা বেশ নেমে আসে
যেন গাঢ় মধ্যরাত ডিসেম্বর মাসে।

শত্রুরা আসছে
সময়ের গলায় পরাতে চায় ফাঁস
যেন ফাঁসির দড়িতে আমরা তাদের দাস।

শত্রুরা আসছে...

বস্ত্র হরণের পালা

চুল ধরে টেনে নিয়ে চলেছে কোথায়
ক্যাম্পে, খাকী পোশাকের লোক,
গ্রামের সবুজ ভেঙে, বুক ভেঙে
কাকে নিয়ে যায়?
টানা হেঁচড়ায়, স্বদেশের মাটি কেঁপে ওঠে, এই
কাঁদে. কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিয়েছে, মেঘনায়
কত জল? তবু
জল ভেঙে অট্টহাসি হেসে
তাঁকে নিয়ে যায়,
বস্ত্র হরণের পালা, মালা ছিল যে গলায়, সেই
মালা ছিন্ন ভিন্ন,
স্তব্দতার পাথরে পাথরে মূর্তিমান
নির্লজ্জ পিশাচ,
তাঁকে নিয়ে যায়, নিয়ে যায়।

নরপশু

দুর্বাঘাস, তার বেড়ে ওঠা চুরমার
করে, যারা এলো
তারা, দখলের হিংস্রতায় ছিন্ন ভিন্ন করে দিল
আব্রু, সম্ভ্রম যা কিছু ছিল
উদ্যত ফণায়–
বিষে জর্জড়িত করে দিল, এমন কি
ফরসা কাফন।
পশুরা পশুত্ব নিয়ে বনে নয়, এই জনপদে
লোকালয়ে এসে
থাবা দিয়ে ধানশীষ থেকে দুগ্ধ-রঙ তরল টেনেছে
গ্রাসে, দাসে পরিণত করার চক্রান্তে
মরিয়া হয়েছে–
তবুও পারেনি
মানুষের প্রতিরোধে অগ্নি-ত্যাগ ছিল।

মকছুদ আলী '৭১

হুইসিল দিয়ে ট্রেন চলে
পার হয়ে যায় কাউনিয়া

বোনারপাড়ায় পৌঁছানোর পর মকছুদ আলী
আর বাড়ি ফিরতে পারেনি।

কোথায় গিয়েছে?
কোনো খামে চিঠি লিখে জানাতে পারেনি!

তাঁর ছোট মেয়ে মরিয়ম অপেক্ষায়
ঘরের চড়ুই পাখি অপেক্ষায়
অপেক্ষায় তাঁর প্রিয়জন
অপেক্ষায় ভূমিষ্ঠ হওয়া গাভীর বাছুর।

মকছুদ আলী
গতিরুদ্ধ হয়
বাকরুদ্ধ হয়
শত্রু কবলিত ইঞ্জিনের বয়লারে ভস্ম হয়।

রোদমুখী '৭১

ঘরে এসে জামা খুলতে খুলতে
তাঁর কণ্ঠে ছিল দুঃসময়ের গান

তখনই দরজায় কড়া
নাড়ে। নয়জন।

রক্তাক্ত মানচিত্রের এলাকায় রক্তের খেলায়
মাতন তুলেছে কারা? তারা
সেই ঘরে ঢোকে

দিন-দুপুরে সৈয়দপুরে খাঁখাঁ এপ্রিলের রোদে
রোদমুখী মানুষকে করে খুন

সূর্যমুখী ফুল যেন তাকাতে পারেনা!

তদন্ত

যে লাশটা পড়ে আছে মোড়ে
সেই লাশটার বুকে ক্ষত
বৃষ্টিতে ভিজেছে,
তবুও ক্ষতটা ধুয়ে মুছে
যায়নি, বরং হা হয়ে আছে
পশু পাখি আর মানুষের সামনে,
অতঃপর একটা ট্রাক এলো
লাশ তুলে নিয়ে চলে গেল
লাশকাটা ঘরে,
লাশটার ময়না তদন্ত হবে
রিপোর্ট প্রকাশ হবে কাল,
কিন্তু–
কারা তদন্তের ভার নিল?
কারা মধ্যরাতে খুন করে
বিদ্যুতের বাতিটা নিভিয়ে
চোরাগোপ্তা মনে–
লাশ গুম করতে চেয়েছিল।

কারা

উত্তরের মফস্বল শহরের নাম
গাইবান্ধা–
সেদিন আঠারো এপ্রিল একাত্তরের দিনে
ফাঁকা হয়েছিল
কেন?
কারা এসেছিল
যে–
ভয়ে আর অশনি-আশঙ্কা নিয়ে
নিরাপদে যাওয়ার জন্য
সবাই মুহূর্তে সতর্ক সজাগ হয়েছিল,
এমন সময়
চুলোয় হওয়া ভাত চুলোয় রইল
শিশু স্তনে মুখ রেখেছিল–
দুগ্ধ পান করতে পারেনি,
বাড়ির উঠোন মোছা অসম্পূর্ণ ছিল,
কারা এসেছিল–
পোড়ানো ও মরণের গন্ধ নিয়ে?

পশুরা, ২৫ শে মার্চ '৭১

দূষিত বায়ুর মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়ে
রক্ত-মাংসে কামড় বসিয়ে দেওয়ার জন্য
তিমির আশ্রিত সেই রাতে
ঝাঁপ দিল কুকুরের দল

রাজারবাগ পিলখানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস

এক এক করে হামলায় দাঁতে দাঁত
নখরে আক্রান্ত করে, বিভীষিকার পরিসীমায়–
পা ফেলতে ফেলতে কুকুরেরা
আরো হিংস্র, আরো অন্ধ হলো

পশুত্ব প্রমাণে–
ইতিহাসখ্যাত কামরুলের অঙ্কিত সেই ছবি হলো।

এইবেলা

এইবেলা তার, যার আছে বন্দুকের জোর
ঘোর–
কাটেনা এখনো।
ভ্রষ্ট ঐক্য নিয়ে পড়ে আছি
অর্জনের যা কিছু রয়েছে
তাও আস্তে আস্তে–
কি নলের মধ্যে ঢুকে যাবে?
পার পেতে পাড়ি দাও, দাও
হাত বাড়িয়ে, কত হয়ে থেকো না।

হলুদ

যে দিকে তাকাই সেই দিকে
ভিটেমাটি হলুদ বর্ণের রূপ নিচ্ছে
কেন?
এই স্বপ্নচোখ
জণ্ডিসে আক্রান্ত হচ্ছে

ক্রমাগত–
দোষ ও দুষণে
বীজ ও বীজাণুর প্রাদুর্ভাব
এতবেশি
চারদিক,
সর্বগ্রাসী হলুদ আঁধার নেমে আসছে,
বিপরীতে–
জোনাকীর ক্ষীণ আলো জ্বলছে।
রাত্রির স্তব্দতা ভাঙে ঝিঁঝি পোকা
আমরা কী ভাঙি?

সোনামুখ স্বাধীনতা

চোখ বাঁধা, আরো কালো, আলো
ছাড়া জায়গায়
নিয়ে যায়, অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত সৈনিক ষোলজন।

তাঁর হাত বাঁধা, কোমড়ের চারদিকে থাকে দড়ি
পা চলেছে, টানা হেঁচড়ায়–

খোঁড়া করে, পোড়া মাটি আর ছাইয়ের গন্ধ নিয়ে
বধ্যভূমি তৈরি করবার জন্য, হয়
মগ্ন, নগ্ন বিভৎসতায় মেঘে মেঘে
লগ্ন বেড়ে যায়।

সে হয়েছে বন্দি, কোনো সন্ধি নয়, গুম
খুনে চিরঘুম–
তবু মুখ উন্মুখ হয়েছে, সোনামুখ
স্বাধীনতা, তাঁর স্বাধীনতা।

GRO

এই স্বাধীনতা

এমনিতে নয়–
বুকভাসা রক্তে যে নদীর সূচনা হলো
তার স্রোতমুখে নির্বাচিত
আমাদের এই স্বাধীনতা।

এমনিতে নয়–
কষ্টের নিঃশ্বাসে আর বাতাসের আর্দ্রতায় থাকা
বারুদের গন্ধে নির্বাচিত
আমাদের এই স্বাধীনতা।

এমনিতে নয়–
হাজার বছরে জমা পরমাণু নিয়ে
খনিজ শক্তিতে নির্বাচিত
আমাদের এই স্বাধীনতা।

এমনিতে নয়–
শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছে একই বিদ্যুৎ চেতনা
সেই চেতনায় নির্বাচিত
আমাদের এই স্বাধীনতা।

এমনিতে নয়–
বিজয় উল্লাসে উন্মুক্ত হওয়া শস্যমুখী রোদে
আরো মগ্ন হয়ে হয়ে নির্বাচিত
আমাদের এই স্বাধীনতা।